CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 December, 2023 ■ আগরতলা ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এয়োদশ বিধানসভার অধিবেশন ৫ জানুয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে ত্রয়োদশ বিধানসভার ততীয় অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আগামী ৫ জানুয়ারি, ২০২৪ বেলা ১১টায় ভারতীয় সংবিধানের ১৭৪ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় বিধানসভার এই অধিবেশন আহ্বান করেছেন। ত্রিপুরা বিধানসভা সচিব বামদেব মজমদার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ছিনতাইকান্ডে মূল অভিযুক্ত পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ ডিসেম্বর।। গত ১৬ ডিসেম্বর সোনামুড়ার তাজুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তির ইকো গাড়িতে করে আগরতলা থেকে ১৮ কার্টুন স্মার্ট ফোন নিয়ে শ্রীনগর হয়ে সোনামুড়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে ভুটু সহ ছয় সাতজন দুষ্কৃতিকারী বজেন্দ্র কলোনি এলাকায় উনার গাড়ি আটকে সব গুলি মোবাইল ফোন ছিনতাই করে নিয়ে যায়। অবশেষে গতকাল দুপুরে এসপি অফিস সংলগ্ন এলাকা থেকে আটক বিশালগড়ের কুখ্যাত ছিনতাইবাজ মৃনাল হোসেন ওরফে ভুটুকে। উক্ত ঘটনায় নাম ধাম সহ তাজুল ইসলাম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডেন্টাল কলেজের প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে

রাজ্যে মেডিক্যাল হাব গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম ফলক। এই কলেজ রাজ্যের ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত তৈরি করবে। তাই এই ডেন্টাল কলেজটিকে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে 'সেন্টার অব এক্সিলেন্সে' পরিণত করার জন্য সকলকেই সচেষ্ট থাকতে হবে। পাশাপাশি রাজ্যের গর্ব এই ডেন্টাল কলেজটিকে একটি গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেও সবাইকে উদ্যোগী হতে হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আগরতলা সরকারি ডেন্টাল

কলেজের প্রথম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজের পরিকাঠামো দেশের যেকোনও ডেন্টাল কলেজের তুলনায় কোনও অংশে কম নয়। যে সমস্ত ফ্যাকাল্টি বা ইনস্পেক্টর এই ডেন্টাল কলেজ পরিদর্শন করেছেন তারা সবাই এই কলেজের পরিকাঠামোর ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। এরফলে এই কলেজটি খুব দ্রুত ডেন্টাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার অনুমোদন পেয়েছে। এই কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে নানা বাধার সম্মুখীনও হতে হয়েছিল। কিন্তু বহু প্রচেষ্টার পর রাজ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খাদ্য দপ্তরে ৩৭ জনকে চাকরি অফার প্রদান

আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে ঃ সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। কর্মচারীরা সরকারের অংশ। সরকারি কর্মচারীদের সাহায্য ছাড়া কোন সরকার সফল হতে পারে না। আজ দুপুরে সচিবালয়ের ২ নং সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠানে জেআরবিটির মাধ্যমে খাদ্য দপ্তরে এলডিসি পদে চাকরি প্রাপকদের হাতে অফার তুলে দিয়ে খাদ্যমী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। অনুষ্ঠানে জেআরবিটির মাধ্যমে নির্বাচিত ৩৭ জনের হাতে খাদ্য দপ্তরে চাকরির অফার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে খাদ্যমী শ্রীচৌধুরী বলেন, খাদ্য দপ্তরে নবনিযুক্ত চাকরি প্রাপ্তদের সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। নতুন নিয়োগ প্রাপ্তদের কর্মজীবনে নিজেদের দক্ষতাকে প্রমাণ করতে হবে। যে পদেই কাজ করুন না কেন, কাজের ক্ষেত্রে নিজেদের নেতত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সমস্ত নিয়মনীতি ও গাইডলাইন মেনে স্বচ্ছতার সঙ্গে জেআরবিটির মাধ্যমে উপযুক্ত নির্বাচিতদের চাকরি প্রদান করছে। স্বচ্ছতা মেনে চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়াটি সম্পর্ণ করতে কিছুটা সময় লেগেছে। খাদ্যমী স্বচ্ছতার সঙ্গে জনগণকে পরিষেবা প্রদানের জন্য নতুন নিয়োগ প্রাপ্তদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে খাদ্যমী আরও বলেন, গণবন্টন ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখতে খাদ্য দপ্তরের কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি নবনিযুক্তদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান ও তাদের কর্মজীবনের সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার এবং দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা নির্মল অধিকারী।

শিক্ষক স্বল্পতা ঃ প্রতিবাদে বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ বিদ্যালয়ে প্রাতঃবিভাগের শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন লাটে উঠেছে। এই অভিযোগ তুলে আজ সকালে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে বিদ্যালয়ের গেইটে তালা ঝুলালেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা।

ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ বিদ্যালয়ে প্রাতঃবিভাগের প্রতিদিন দুইটি বিষয়ে পড়াশুনা করানো হচ্ছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ৮ জন। তার উপর দুইজন শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে। ফলে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন লাঠে উঠেছে। এছাড়াও, বিদ্যালয়টি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জতি বলে অভিযোগ। আজ শিক্ষক স্বল্পতার প্রতিবাদে দ্রুততার সহিত নিয়োগের দাবিতে বিদ্যালয়ের গেইটে তালা ঝুলালেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। খবর পেয়ে ঘটনাসলে ছুটে গিয়েছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মদের আসরে বিবাদ, নিহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৮ ডিসেম্বর।। মদের আসরে পূর্ব বিরোধের জেরে সংঘবদ্ধ হামলায় এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম রাজু ত্রিপুরা।বাড়ি পশ্চিম পাইখোলাতে তৈছামাতে। রাজু ত্রিপুরার স্ত্রী,দুই কন্যা এবং এক ছেলে রয়েছে। মৃত রাজু ত্রিপুরার স্ত্রী মৃতের ভাই সাধন ত্রিপুরা, বোন মাধবী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের নামে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ২৫ ডিসেম্বর ক্রিসমাস ডে তে যে রেলি কর্মসূচি নিয়েছে তা গভীর ষড়যন্ত্রমূলক বলে অভিযোগ এনেছে কংগ্রেস। এ বিষয়ে নিয়ে আবারো কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে কংগ্রেস। এই রেলিকে গভীর চক্রান্তমূলক ও সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ কংগ্রেসের কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। সচেতন মানুষদের সতর্ক থাকার আহবানও জানিয়েছে কংগ্রেস। সোমবার আগরতলার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে লের এই বক্তব্য জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা প্রবীর চক্রবর্তী। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের উৎসব মুখর দিনে রাজ্যের বুকে এক অস্থির পরিস্থিতি তৈরী করার গভীর চক্রান্ত চলছে। জনজাতি মঞ্চের নামে আহূত রেলি কর্মসূচির আড়ালে আসলে রয়েছে একটা গভীর রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে গুরুতর অভিযোগ এনেছে কংগ্রেস দল। সোমবার আগরতলায় কংগ্রেস ভবনে প্রতিক্রিয়ায় দলের অবস্থান পুনরায় স্পষ্ট করেছে কংগ্রেস দল। কংগ্রেস নেতা প্রবীর চক্রবর্তী সাংবাদিকদের জানান, এক অদ্ভূত যুক্তির ভিত্তিতে এই কর্মসূচি আহ্বান করা হয়েছে। বিভাজনের রাজনীতির অঙ্গ হিসাবে এই খেলায় নেমেছে মঞ্চ।তাঁর মতে, এই দাবি অসংবিধানিক। মঞ্চের এই কর্মসূচি নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষি এবং কিষান কল্যাণ মন্ত্রালয়
ভারত সরকার

"আবহাওয়ার ঝুঁকি থেকে আমাদের পরিশ্রমী কৃষক ভাই-বোনদের মঙ্গল সুরক্ষিত করায় প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। এর সুফল কোটি-কোটি কৃষক পাচ্ছেন।"
- নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

ফসল বিমা করাও
সুরক্ষা কবচ পাও

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার লাভ

- দাবির পেমেন্ট সরাসরি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে
- আধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা ফলনের উৎকৃষ্ট অনুমান

7 বছরের মুখ্য প্রাপ্ততা

- 55 কোটির অধিক কৃষক আবেদন প্রাপ্ত
- 16.06 কোটির অধিক কৃষক আবেদনের ফসল ক্ষতিপূরণ বিতরণ
- ₹1.50 লাখ কোটির অধিক বিমা দাবি পেমেন্ট

পঞ্জীকরণের অন্তিম তারিখ 31 ডিসেম্বর, 2023

নতুন সুবিধা
বিমা কোম্পানীর প্রতিনিধির থেকে নিজের বাড়ীতে বসে অ্যাড অ্যাপ দ্বারা ফসল বিমা করুন

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা

বিমা ভাগীদার

আপনার ফসলকে আজই বিমাকৃত করার জন্যে যোগাযোগ করুন
জনসেবা কেন্দ্র | ক্রপ ইন্স্যুরেন্স অ্যাপ https://play.google.com | পোষ্ট অফিস | ব্যাঙ্ক শাখা
@PMFBY
QR কোড স্ক্যান করুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ৭৩ ◘ ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং◘ ২ পৌষ ◘ মঙ্গলবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

শীতকালীন অধিবেশনে নজির

ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের সাম্প্রতিক ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা। চলতি শীতকালীন অধিবেশনে মোট ৯২ সংসদকে বহিষ্কার করা হইয়াছে।সোমবারেই ৭৮ জনকে বহিষ্কার করা হইয়াছে।

বুধবার লোকসভায় রংবোমা হানার ঘটনার পর থেকেই সংসদ ভবনের নিরাপত্তা নিয়া প্রশ্ন তুলিয়া অধিবেশনে সরব হইয়াছেন বিরোধীরা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিবৃতির দাবিতে ওয়েলে নামিয়া স্লোগান তুলিয়াছেন তাঁহারা। সোমবার সেই অপরাধে শীতকালীন অধিবেশেনের বাকি দিনগুলির জন্য সাসপেন্ড করা হইল লোকসভা এবং রাজ্যসভার মোট ৭৮ জন বিরোধী সাংসদকে।বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ সামাল দিতে না-পারিয়া রাজ্যসভার অধ্যক্ষ জগদীপ ধনখড় শীতকালীন অধিবেশনের বাকি দিনগুলির জন্য সাসপেন্ড করেন তৃণমূলের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েনকে। লোকসভায় সাসপেন্ড করা হয় ১৪ বিরোধী সাংসদকে। পরে দেখা যায় তাঁহাদের মধ্যে এক জন সভাতে হাজির না থাকা সত্ত্বেও শাস্তির কবলে পড়িয়াছেন! এর পর শুক্রবারও বিরোধীদের প্রবল প্রতিবাদের জেরে সোমবার পর্যন্ত মুলতুবি হইয়া গিয়াছিল দুই কক্ষের অধিবেশন।

সাসপেন্ড হওয়া সাংসদদের তালিকায় রহিয়াছেন লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরী। রহিয়াছেন, বাংলার অনেক তৃণমূল সাংসদও। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরূপা পোদ্দার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল মণ্ডল, সৌগত রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, প্রতিমা মণ্ডল, অসিত মাল, শতাব্দী রায়কে সাসপেন্ড করেছেন স্পিকার ওম বিড়লা। এ ছাড়া এই তালিকায় রহিয়ায়েছেন ডিএমকের তিন সাংসদ টিআর বালু, এ রাজা এবং দয়ানিধি মারান।

আগামী ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংসদের বর্তমান শীতকালীন অধিবেশন চলিবার কথা। বর্তমান পরিস্থিতিতে মোদী সরকার কার্যত বিরোধীশূন্য সংসদের অধিবেশন চালাইয়া যাবেন বলিয়া রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের ধারণা।

সোমবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত লোকসভা। পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিল পাশের পরেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধী সাংসদরা। বারবার তাঁহাদের চুপ করিতে বলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। নিজেদের দাবিতে অনড় ছিলেন বিরোধী পক্ষের সাংসদরা। এরপরেই সাসপেন্ড করা হয় ৩৪ সাংসদকে।কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী ছাড়াও এই তালিকায় রহিয়ায়েছেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়, ডিএমকে নেতা টিআর বালু, দয়ানিধি মারান। ৩৪ জনের মধ্যে ৩১ সাংসদকে শীতকালীন অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করা হইয়াছে। লোকসভার স্পিকারের পোডিয়ামে উঠিয়া স্লোগান দেওয়ার কারণে সাসপেন্ড করা হইয়াছে কে জয়াকুমার, বিজয় বসন্ত এবং আব্দুল খালিককে। প্রিভিলেজ কমিটির রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত সাসপেন্ড করা

হইয়াছে এই তিন সাংসদকে।

জানা গিয়াছে, অধিবেশন শুরুর পরেই পাস হইয়া যায় পোস্ট অফিস বিল। প্রতিবাদে তুমুল হট্টগোল শুরু করেন বিরোধীরা। তাহার জেরেই সাসপেনশনের খাঁড়া নামিয়া আসিয়াছে ৩৩ সাংসদের উপরে।

বুধবার সংসদের মধ্যে স্মোক বম্ব নিয়ে দুই ব্যক্তির হানা দেওয়ার ঘটনা নিয়া উত্তাল গোটা দেশ। এই ঘটনায় বিশেষ আলোচনা চাহিয়া একাধিকবার সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। গত শুক্রবারও এই ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখাইয়া সাসপেন্ড হইয়াছিলেন ১৫ জন সাংসদ। সেই ধারা অব্যাহত থাকিল সোমবারও। দুপুর পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি থাকিবার পরে আলোচনা শুরু হয়। খানিকক্ষণের মধ্যেই একসঙ্গে ৩৩ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করিয়া দেন স্পিকার।

সাসপেন্ড হওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগরে দিয়াছেন সাংসদরা। তাঁহাদের মতে, সংখ্যাগরিষ্ঠের বাহুবল কাজে লাগাইয়া বিরোধীদের কণ্ঠস্বর দমাইয়া রাখিতে চাইছে সরকার। বিরোধীদের উপর বুলডোজার চালানো হইতেছে। উল্লেখ্য, সংসদের দুই কক্ষ মিলাইয়া চলতি অধিবেশনে সাসপেন্ড হইলেন ৪৭ জন সাংসদ। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘন প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের জবাবদিহি চাহিয়াছিলেন। সোমবারও এই প্রসঙ্গে আলোচনা চাহিয়া দুই কক্ষে মোট ২০টি নোটিস জমা পড়ে। কিন্তু আলোচনা তো দূর, উলটে সংসদ থেকে বিতাড়িত হইলেন ৩৩ জন জনপ্রতিনিধি।

এই ইস্যুতে তোলপাড় হইয়ায়েছে রাজ্যসভাও। তবে এখনও পর্যন্ত সেখানে কোনও সাংসদকে বিতাড়িত করিবার খবর মেলেনি। যদিও বৃহস্পতিবার রাজ্যসভা থেকে গোটা অধিবেশনের জন্যই সাসপেন্ড হইয়াছিলেন ডেরেক ও' ব্রায়েন। তৃণমূল সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করিতে চাহিয়া চিঠিও লিখিয়াছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে।

শেষ মুহূর্তে আইপিএল নিলাম নিয়ে জেনে নিন কিছু তথ্য, সেই সঙ্গে থাকছে বোর্ডের কিছু বড় সিদ্ধান্ত

মুম্বই, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): আইপিএলের নিলাম শুরু হচ্ছে আগামীকাল দুবাইতে। এখন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। এই পরিস্থিতিতে আইপিএল নিয়ে নিয়ে বড় পরিবর্তনের কথা জানিয়েছে বিসিসিআই। যেটা এবারের আইপিএল হতে চলেছে তাহল। মোট ৩৩৩ জন প্লেয়ার ৭৭টা স্লটের জন্য লড়াইয়ে নামবে। হাতে রয়েছে ২৬২.৯৫ কোটি টাকা। মোট ১০টা দলের কাছে রয়েছে এই পরিমাণ অর্থ, আর এই টাকাটা তারা খরচ করবে ৭৭ জন প্লেয়ারকে নিতে।

গুজরাট টাইটান এবার সবথেকে বেশি টাকা নিয়ে নিলামে নামছে। তাদের কাছে রয়েছে ৩৮.১৫ কোটি টাকা। লখনউ সুপার জায়ান্টসের কাছে রয়েছে ১৩.১৫ কোটি টাকা। ফলে কোন দল নিলামে শেষ হাসি হাসে সেটাই দেখার। আগে জানানো হয়েছিল, আইপিএলের নিলাম সম্প্রচার হবে ভারতীয় সময় দুপুর আড়াইটে থেকে। তবে শেষ মুহূর্তে তা পরিবর্তন করে দেড় ঘণ্টা এগিয়ে আনা হল সময়। অর্থাৎ, এবার নিলাম শুরু হবে দুপুর একটা থেকে।

ইডেন গার্ডেন্সের ভিতর থেকে সিএবি কর্মীর পুত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, তদন্ত শুরু পুলিশের

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সের ভিতর থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল সোমবার। রাজ্যের ক্রিকেট সংস্থা সিএবি-র তরফে জানা গিয়েছে, যাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে, তিনি তাঁদেরই এক কর্মীর পুত্র। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কী কারণে যুবকের মৃত্যু হল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সিএবি সূত্রের খবর, মৃত যুবকের বাবা এবং কাকা তাদের কর্মী। তাঁদের সঙ্গেই ইডেনের স্টাফ কোয়ার্টারে থাকতেন মৃত যুবক। আদতে ওড়িশার ভদ্রকের বাসিন্দা ওই যুবক কাজের সন্ধানে কলকাতায় এসেছিলেন। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম ধনঞ্জয় বারিক (২১)। তাঁর বাবাও ইডেনের কর্মী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যুবকের পরিবার তাদের জানিয়েছে যে, রবিবার থেকেই নিখোঁজ ছিলেন তিনি। ভুগছিলেন মানসিক অবসাদে। সোমবার সকালে ইডেন গার্ডেন্সের কে ব্লকের গ্যালারি থেকে দেহটি উদ্ধার হয়। সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ সিএবি-র এক কর্মী পুলিশকে খবর দেন।

"নন্দিত কিংবা নিন্দিত"

সৌমিত জয়দ্বীপ

কীর্তি ও কৃতিতে তো অবশ্যই তুলনীয় নন। কিন্তু, রাজনৈতিক পরিণতির প্রশ্নে কোথাও কি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পদাঙ্কই অনুসরণ করেছিলেন সিরাজুল আলম খান? সচেতনে বা অবচেতন মনে? অন্তত দু'জনই যে রহস্যাবৃত রাজনৈতিক পরিণতি ভোগ করেছেন, তাতে এই ধাঁধাটা উত্তরপ্রজন্মের কারও মধ্যে শৃঙ্খলিত হওয়াটা অস্বাভাবিক বা অভ্রান্ত কিছু নয়।

সুভাষ বসু নরমপন্থায় বিশ্বাস করতেন না। তাই গান্ধীর পথ পরিহার করেছিলেন। স্বাধীনতার প্রশ্নে যুদ্ধকেই একমাত্র পন্থা মনে করেছেন। সিরাজুল আলম খানও নরমপন্থী ছিলেন না। স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনিও যুদ্ধকেই শ্রেষ্ঠ ফয়সালা মান্য করেছিলেন। অসহযোগ বা স্বায়ত্তশাসন নয়, উভয়েই চেয়েছিলেন স্বাধীনতা।

সুভাষ বসু, এক অর্থে, যুদ্ধরত থেকেই, বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে চিরতরে হারিয়ে গেলেন। বীরের বেশে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন তাঁর হলো না। তাঁর একাকী মহানিষ্ক্রমণ এবং স্বদেশত্যাগ তাই আজও অনেকের কাছেই একটা বিহ্বল অধ্যায়। সিরাজুল আলম খান দেশ ছেড়েছিলেন আরও অনেকের সঙ্গে, যুদ্ধে যাবেন তাই। যুদ্ধে লড়েছেন। বীরবেশেই ফিরেছেন যুদ্ধের ময়দান থেকে। তারপর, এক ঘটনঅঘটনপটিয়সী অস্থির ও উত্থিত-পতিত সময়ের সাক্ষী হয়েছেন।

সুভাষ বসু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গড়ে তুললেন লেফট-সেন্টিক পার্টি ফরোয়ার্ড ব্লক। সিরাজুল আলম খান আওয়ামী বৃত্তের বাইরে গিয়ে কুশীলব হয়ে উঠলেন দেশ স্বাধীনের মাত্র দশ মাসের মধ্যে গঠিত লেফট-সেন্টিক আপাত "লিবারেল ডেমোক্রেটিক" এক পার্টির জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। ফলে, উভয়ের পলিটিক্যাল জার্নির মধ্যে একটা কাকতালীয় মিল লক্ষ করা যাবে বৈকি!

তবে, বৈঠকের বাহাসে এ কথাও প্রাসঙ্গিক যে, ঠিক সুভাষ বসুর পরিণত সিরাজুল আলম খানের হয়নি। সুভাষের শেষযাত্রা আদতে বিতর্কিত রহস্যাবৃত হলেও, তা অন্তর্ধান হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আছে বহু বছর ধরেই। সিরাজের শেষযাত্রা নয়, বরং রাজনীতির উত্তুঙ্গ অবস্থান থেকে তাঁর রাজনৈতিক সন্ন্যাস গ্রহণের প্রক্রিয়াটিই মুখ্যত রহস্যাবৃত। তবে, দিন শেষে এ কথাটিও সত্য যে, উভয়েই রাজনৈতিক জীবনের চরম সক্রিয়তার কালে একটা প্রজন্মকে বিপ্লব অন্তঃপ্রাণ ও আগুয়ান করার আইডলে পরিণত হয়েছিলেন।

এ বাবদ, সিরাজুল আলম খানকে নিয়ে আসলেই কোন রহস্য বা জটিল সমীকরণ নেই। বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস লিখতে হলে, ষাটের দশক থেকে শুরু করে, অন্তত পরবর্তী পনের বছরের (১৯৬১-১৯৭৫) ছাত্র রাজনীতি তথা রাজনীতিতে সিরাজের অবিশ্বাস্য সাংগঠনিক দক্ষতা ও সেই অনুপাতে দক্ষ-দাপুটে কর্মী বাহিনী তৈরির তুল্য কিছু সম্ভবত বাংলাদেশে বিরল। সিরাজুল আলম খান একজন "কিং মেকার" ছিলেন, এ সত্যটি মেনে নিয়েই তাঁকে বাংলাদেশের রাজনীতি-রণনীতির নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।

২.

ইতিহাসের বিচার সদাসর্বদা বিলকুল নির্মোহ হবে, এই কমিটমেন্ট অন্তত ইতিহাসের নেই। ইতিহাস অনিবার্যভাবেই তার গতিতে চলবে, কিন্তু নিরপেক্ষ হবে এ সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। বরং তাতে জলপ্রবাহের ধারায় নুড়ি-পাথরের মতো এসে যোগ হবে কতকটা মিথ বা পুরাণ, কতকটাবা লিজেন্ডস বা কিংবদন্তি। তাতে কারও বিশ্লেষণে কেউ হয়ে উঠবেন কাল্ট, কারও বিশ্লেষণে কেউ হয়ে উঠবেন হিরো, কেউবা ট্র্যাজিক হিরো, কেউবা এন্টি-হিরো, কেউবা ভিলেন। কিন্তু, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় "বাধার বিন্ধ্যাচল" টির নাম রাজনৈতিক পন্থা বা মতাদর্শিক অবস্থান।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দোসর রাজনীতি। রাজনৈতিক পন্থার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক অবস্থান ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণে বরাবরই ভূমিকা পালন করে বিধায় ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির কলমে ইতিহাস কখনও নির্মোহ-নির্মেদ ফ্যাক্টচুয়াল, কখনওবা অতিরঞ্জিত রোমান্টিক কিংবা অতিআবেগ।

রাজনীতিতে সক্রিয় কাউকে তার সমকাল নায়ক বানায়। নিষ্ক্রিয় কাউকে ইতিহাস ও উত্তর সময় বানিয়ে ফেলে প্রতিনায়ক। এই যে এক ধাঁধার জগৎ সৃষ্টি করতে পারা এবং আমৃত্যু নিষ্ক্রিয় থেকেও প্রাসঙ্গিক রয়ে যাওয়া, বাংলাদেশের রাজনীতিতে তা সবচেয়ে বেশি অনূদিত হয়েছে একজনকে ঘিরেই, তিনিই সিরাজুল আলম খান। বাংলাদেশের রাজনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্বে তিনি অলোকসামান্য আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে পথ হেঁটেছেন, আরেকটি পর্বে তাঁর পথপরিক্রমা অন্ধকারের মতোই অস্বচ্ছ, কূল-কিনারাহীন।

লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমেদ তাঁকে সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন, বলেছেন "প্রতিনায়ক"; যিনি অনিবার্যভাবেই নায়ক, কিন্তু, খলনায়ক কদাপি নন। আরও বড় নায়ক হওয়ার সমূহ সকল সম্ভাবনাই তাঁর ছিল, কিন্তু তিনি বড় নায়ক হতে পারলেন না, তাঁর চেয়েও বড় নায়ক বা নায়করা ততোধিক শক্তিশালী উপায়ে তাঁকে মোকাবিলা করতে পেরেছিলেন বিধায়। অতঃপর তিনি প্রস্থান করলেন প্রথাগত রাজনীতির ব্যাটলফিল্ড, চলে গেলেন লোকচক্ষুর অন্তরাল ও গণপরিসর থেকে আর রেখে গেলেন অজস্র-অসংখ্য না-জানা ইতিহাসের খতিয়ান। এমন অদ্ভুতুরে কেমোফ্লেজিং চরিত্রগুলোর প্রতি সহজ-স্বাভাবিক এক মোহ আছে রাজনৈতিক জনজীবনে। সুভাষের মতো তা-ই, সিরাজও ইতিহাসের নির্মোহ বিচারে হয়ে গেছেন একজন "লোকনায়ক", ফোকহিরো!

৩.

একাডেমিকভাবে ছিলেন গণিতের শিক্ষার্থী। কিন্তু প্রখ্যাত হয়ে গেলেন রাজনীতির নানা জটিল সমীকরণ আপাত সরলভাবে (নাকি ততোধিক জটিলতায়?) মেলানোর অভ্যস্ততায়। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বহুর্বিদ্যক বা আন্তর্বিদ্যক ভূমিকা একাডেমিকভাবেই পালন করার কথা, সেটা তিনি করলেন ব্যক্তিক পর্যায়ে কিংবা বলা যেতে পারে রাজনীতির আঙ্গিনায়। ফলে, গণিতের সনদধারী স্নাতক হয়েও, তাঁর জ্ঞানের জগৎ বিস্তৃত হলো সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, পরিবেশ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সামরিক বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি জ্ঞানের নানান শাখায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এমন বহুর্বিদ্যক বা মাল্টিডিসিপ্লিনারিই তো হওয়া দরকার।

লব্ধ এই জ্ঞানের প্রজ্ঞা ও প্রাজ্ঞতাতেই তিনি তাঁর সমসাময়িক তরুণদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন গন্তব্যপুরুষ, আইডল এবং সেই আলো, যেখানে সমস্ত অনুসারীরা "পতঙ্গে"র মতো এসে মিলেছেন মহাসমারোহে। কেন মিলেছেন? কোন জাদুর কাঠির পরশে? কোন মোহে? ঠিক কী বিদ্যায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন এমন "হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা"? আর হলেইবা কেন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠগ্রহণকারী প্রজন্মকে এতো উন্মাতাল হয়ে ছুটতে হবে তাঁর দিকে?

মনে রাখতে হবে, আমরা সেই সময়ের কথা বলছি, যে সময়টায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভবত তার ইতিহাসের সবচেয়ে প্রতিভাবান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষকরা প্রথিতযশা প্রজ্ঞাবান, শিক্ষার্থীরা পরিপক্কতায় প্রাচুর্যময়। এই শিক্ষার্থীরা শুধু ক্লাস-পরীক্ষায় দুর্দান্ত নয়, সহপাঠ্যসূচি (কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি) সংশ্লিষ্টতাতে দুর্দমনীয়। তাদের বদান্যেই রাজনীতিই হয়ে উঠল সবচেয়ে বড় কো-কারিকুরাল কর্মসূচি। এর কারণ, সময় এবং ইতিহাসের নতুন দিকবলয়কে আলিঙ্গন করার আহবান।

সময় তার ছাত্রনায়কদের তৈরি করতে লাগল একের পর। একদিকে ছাত্রলীগ, আরেকদিকে ছাত্র ইউনিয়ন। একপক্ষ জাতীয় মুক্তির স্বপ্নে বিভোর, আরেকপক্ষ শ্রেণি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েমের স্বপ্নে জাগ্রত। ছাত্র ইউনিয়ন ভেঙে যাচ্ছে ষাটের দশকের মাঝামাঝি মেনন ও মতিয়া গ্রুপ উভয় গ্রুপেরই স্বপ্নে অটুট সমাজতন্ত্র। অন্যদিকে, ছাত্রলীগের মধ্যেও সমাজতন্ত্র-মনষ্ক একটি অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল অংশ বিকশিত হতে লাগল, যাদের আলটিমেট লক্ষ্য হিসেবে পরে প্রকাশিত হবে "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র"। এই বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ২০-২২ বছর বয়সী স্বপ্নালু তরুণদেরই শিরোমণির নাম সিরাজুল আলম খান, তাদের প্রিয় দাদাভাই।

বেঙ্গল ইন্টিলিজেন্সিয়ার একটি সংক্ষুব্ধ সম্মোহনী ক্ষমতা আছে, সেটা আমরা ঊনিশ শতকে দেখেছি। জ্ঞানজগতে আলো ছড়ানো যে কারও পক্ষেই কোনো এক মোহনমন্ত্রের চালিকাশক্তিতে তার সময় ও সমরকে যূথবদ্ধ করে একটা প্রজন্মকে সেই আলোতে আলোকিত করার অপূর্ব ক্ষমতা ঊনিশ শতকে অনেকেরই ছিল, বিশেষত কলকাতা-কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবিতায় এবং সেটাও ছিল এক সাংগঠনিক বলয়কে কেন্দ্র

লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমেদ তাঁকে সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন, বলেছেন "প্রতিনায়ক"; যিনি অনিবার্যভাবেই নায়ক, কিন্তু খলনায়ক কদাপি নন। আরও বড় নায়ক হওয়ার সমূহ সকল সম্ভাবনাই তাঁর ছিল, কিন্তু তিনি বড় নায়ক হতে পারলেন না, তাঁর চেয়েও বড় নায়ক বা নায়করা ততোধিক শক্তিশালী উপায়ে তাঁকে মোকাবিলা করতে পেরেছিলেন

করে। ঢাকা-কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবিতায় ঊনিশ শতকে এ ব্যাপারটি প্রায় বিরল। বিশ শতকের মাঝামাঝি এসে এটি আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ঘটতে দেখব। আরও পরে পরিষ্কার করে দেখব, অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে এই ইন্টিলেজেন্সিয়া এবং তাঁকে কেন্দ্র করে যাঁরা গড়ে উঠেছেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে আলো ছড়িয়েছেন। সিরাজুল আলম খানের রূপে ঊনিশ শতকের বাংলার ওরকম ইন্টেলেক্ট অরগাইনাইজার তৎকালীন পূর্ব বাংলা ও বাংলাদেশে আবার একজন ফিরে এসেছিলেন বিশ শতকের তৃতীয় ভাগে। যেমন বুদ্ধিবৃত্তি, তেমনই বিদ্যাবৃত্তি। এমন লোকই তো আসলে কম বাংলাদেশে; ফলে, রাজনৈতিকভাবে বড় সংগঠক হওয়ার সমস্ত পথে তিনি পথিক সৃষ্টি করতে বিপুলভাবে সমর্থ হয়েছিলেন।

তাঁর হাত ধরেই পরবর্তী বাংলাদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিকের জন্ম। অনেকে বড় বড় পদে অভিষিক্ত হয়েছেন, ঈর্ষণীয় সাফল্য পেয়েছেন। অথচ, তিনি কিন্তু কোথাও নেই! সাংসারিক, জাগতিক, রাজনৈতিক কোন মোহ ও মায়াতেই তিনি নিজেকে জড়াননি। অথচ, তাঁর অনুসারীরা বলতে গেলে বাংলাদেশে আপাত সাফল্যের সঙ্গেই পলিটিক্যাল ও ইন্টেলেকচুয়াল ক্যারিয়ার গড়েছেন। বাইরে থেকে তাঁকে বলা হয়েছে "বিভ্রান্ত বিপ্লবী"। কিন্তু, কোনদিনও তাঁর অনুসারীরা প্রকাশ্যে বলেননি, তিনি তাদের জীবন ও যৌবনের সবচেয়ে সুন্দর-সুকুমার সময়টিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন কিংবা সে সময়টি নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। বরং, তিনি যেমনটা বলেছেন, "যৌবন বিসর্জন দেওয়া এতো সহজ নয়", ঠিক তাঁর শিষ্যরা তাদের রাজনৈতিক উত্থানের মর্মমূলে তাঁকেই স্মরণ করেছেন সর্বাগ্রে।

৪.

তাঁর রাজনৈতিক উত্থানটাও সাড়া জাগানিয়া বলতে হবে। আজকে যে সিরাজুল আলম খানকে আমরা চিনি, সেই ব্যক্তিটিকে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিলেন শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। মহিউদ্দিন আহমেদ তাঁর "প্রতিনায়ক: সিরাজুল আলম খান" গ্রন্থে জানিয়েছেন, আমি শুনেছিলাম, ছাত্ররাজনীতিতে সিরাজুল আলম খানের উত্থান শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের হাত ধরে। পঞ্চাশের দশকের শেষ এবং ষাটের দশকের শুরুতে আওয়ামী বৃত্তের তরুণদের মধ্যে শেখ মুজিবের পরেই জনপ্রিয়তায় শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ছিলেন তুঙ্গে।'

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ১৯৫৭-১৯৬০ সাল মেয়াদে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক (সভাপতি: রফিকুল্লাহ চৌধুরী) এবং ১৯৬০-৬৩ সাল মেয়াদে ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। এই কমিটিতে শেখ ফজলুল হক মণি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। ওই কমিটিতেই প্রথমে সদস্য, পরে ১৯৬১ সালে সহ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পান সিরাজুল আলম খান। গলায় রক্ত আসায় শেখ মণি অসুস্থ হয়ে গেলে পরবর্তী সময়ে ওই কমিটিতেই ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হন সিরাজ। ১৯৬২ সালের বিখ্যাত শিক্ষা আন্দোলনে ছাত্রলীগকে মূলত এই কমিটিই নেতৃত্ব দিয়েছে।

স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন হুইপ হয়েছিলেন। তবে, শেষ পর্যন্ত আর আওয়ামী লীগে থাকেননি। শেখ মুজিবের একনিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্য হয়েও, তিনি মুশতাকের মন্ত্রিসভায় ছিলেন। ছিলেন এরশাদ আমলের উপপ্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত শেষ ব্যক্তি যিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। আরও পরে বিএনপির উচ্চপর্যায়ের থিঙ্কট্যাঙ্ক। বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে শাহ মোয়াজ্জেম জাঁদরেল পলিটিশিয়ান ও পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে খ্যাতি কুড়িয়েছিলেন। সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। সিরাজুল আলম খানের রাজনীতিতে আসার পেছনে তিনি কী ভূমিকা রেখেছিলেন, সে প্রসঙ্গে মহিউদ্দিন আহমেদকে তিনি বলেছেন:

'একদিন খবর পেলাম ফজলুল হক হলে নতুন একটা ছেলে এসেছে। সারা দিন তাস খেলে। তার পার্টনার বদল হয়। কিন্তু তার বদল হয় না। কী ব্যাপার? আমার কৌতূহল হলো। তাকে ডেকে পাঠালাম এবং মুহূর্তেই তাকে পছন্দ করে ফেললাম। তাকে রিক্রুট করলাম। এভাবেই সিরাজুল আলম খান আমার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হলো। ও ছিল খুব ভালো, হার্ডওয়ার্কিং। দিন-রাত কাজ করত। ...

... তবে ও আমার খুব আস্থাভাজন ছিল। অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারত। আমিই তো ওকে ছাত্রলীগের সেক্রেটারি বানিয়েছিলাম।'

আদতে ছাত্রলীগের ১৯৬৩-৬৫ মেয়াদের যে কমিটিতে তিনি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হচ্ছেন, সেবার তাঁর হবার কথা সাংগঠনিক সম্পাদক। শেখ মণি সভাপতি, কেএম ওবায়দুর রহমান সাধারণ সম্পাদক। এমনটাই নির্দেশ ছিল শেখ মুজিবের, জানিয়েছেন সিরাজ নিজেই। কিন্তু, কমিটি যখন পাশ হলো, দেখা গেল, ওবায়দুর রহমান সভাপতি, সিরাজুল আলম খান সাধারণ সম্পাদক। শেখ মণি মূল নেতৃত্বে নেই। অসুস্থতাও এ না থাকার পেছনে কারণ হতে পারে। এর আগে থেকেই অবশ্য ছাত্রলীগে দুই বন্ধুর দু'টি ধারা তৈরি হয়ে গিয়েছেসিরাজ গ্রুপ ও মণি গ্রুপ। কিন্তু, শেখ ফজলুল হক মণির নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের ধারাটি তখন সিরাজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কাছে প্রায় ম্লান। সেই অগ্নিসময়ের অনেকেই নানান সময় বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিসংবাদিত নেতা মান্য করে চলা ছাত্রলীগের উভয় ধারার দুই নেতার মধ্যে সিরাজ তাঁর নেতৃত্বগুণ ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে আস্থাশীল সংগঠক ও "ডানহাত" ছিলেন।

আরও পরে, আমরা দেখব, সত্তরের ঘটনাবহুল নির্বাচন ও একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে ডাকসুর ভিপি আসম আব্দুর রব, জিএস আব্দুল কুদ্দুস মাখন এবং ছাত্রলীগের সভাপতি নূর আলম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ। বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির ইতিহাসে এই চারজনের সম্বলিত বিখ্যাত পরিচয় হয়ে উঠেছিল "বঙ্গবন্ধুর চার খলিফা" নামে। বঙ্গবন্ধু প্রশ্নে এক থাকলেও, তাঁরাও শেষ পর্যন্ত ছাত্রলীগের দু'টি ধারারই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। মাখন-সিদ্দিকী শেখ মণির নেতৃত্বাধীন ধারা এবং রব-সিরাজ সিরাজুল আলম খানের ধারার অনুসারী হিসেবে ছাত্রলীগের মধ্যে ক্রিয়াশীল থেকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন।

৫.

সিরাজুল আলম খানের অনুসারীরা ১৯৬২-১৯৭২, এই এক দশকে এমন অনেক কিছুই করেছেন তাঁর নেতৃত্বে, যা ছিল অভূতপূর্ব। কিন্তু, দেখা যাবে, সিরাজ মূল নেতৃত্বে না থেকেও কিংবা আড়ালে-আবডালে থেকেও, আদতে তিনিই কাণ্ডারি, তিনিই এদের গন্তব্যপুরুষ। সেই যে তিনি টানা দু' মেয়াদে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের ভূমিকা পালন করলেন, এটাই তাঁর রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে প্রত্যক্ষ নেতৃত্বের ভূমিকায় সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ পদ। এর পরে আর কোনদিন কোথাও তিনি কোনো পদাধিকারের বলে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেননি। বরং, খুব গভীরভাবে খেয়াল করলে দেখা যাবে, তাঁর অনেক বেশি মনোযোগের কেন্দ্রে তখন "নিউক্লিয়াস"। জীববিজ্ঞানের নিউক্লিয়াস নয়, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিউক্লিয়াস"! গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্তাতল, একাধারে জীববিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক, কী করে যেন একবিন্দুতে মিলে যান তৎকালীন পূর্ববাংলার এক ছাত্ররাজনৈতিক প্রকল্পে!

সিরাজুল আলম খান ১৯৬২ সালে আব্দুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরেই গোপনে গড়ে তুলেছিলেন এই রহস্যজনক গ্রুপ। এ বিষয়ে সে সময়ের অনেকেই কিছুই জানেন না বা জানতেন না বলে মত দেন। কারণটাও যুক্তিযুক্ত। গোপন যা, তা সম্বন্ধে জানার প্রশ্ন তো অবান্তর। এমনকি বঙ্গবন্ধু পর্যন্ত এ বিষয়ে একদমই কিছু জানতেন না। আব্দুর রাজ্জাকের ভাষ্য মতে, এ বিষয়ে তাঁরা কিছুটা ১৯৬৬ সালে এবং পুরোটা ১৯৬৯ সালে জানিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুকে। এ নামটি প্রথম প্রকাশ্যে আসে ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ছাত্রলীগের একপক্ষের সম্মেলনের রাজনৈতিক রিপোর্টে।

নিউক্লিয়াস গোপনই ছিল, কিন্তু, নিজেদের অজান্তেই ছাত্রলীগের জেলা নেতৃত্বের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকরা রিক্রুট হয়ে যেতেন নিউক্লিয়াসে, কিংবা বলা ভালো, নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের যে ধারাটি শক্তিশালী হচ্ছিল, সে ধারায়। পরে দেখা যাবে, সারা বাংলাদেশে এর সদস্যসংখ্যা হয়ে গেল প্রায় সাত হাজার।

সেই তুমুল সময়ে ছাত্রলীগের অবদানের প্রসঙ্গ উঠলে, বলা হয়ে থাকে, ষাটের দশকে দুই ছাত্র ইউনিয়নের পাশাপাশি ছাত্রলীগের যে অবদান ছাত্ররাজনীতিতে, তাতে ছাত্রলীগের এ ধারাটিরই "ব্রেন চাইল্ড" হলো১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, "বঙ্গবন্ধু" উপাধি প্রদান, ৬ ছফা-১১ দফা আন্দোলন, শ্রমিক লীগ, বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ), জয় বাংলা বাহিনী, মুজিব বাহিনী, স্বাধীন বাংলার জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত, জয় বাংলা স্লোগান, আসম আব্দুর রবের স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, শাহজাহান সিরাজের স্বাধীনতার ইশতেহার, "জাতির জনক" উপাধি প্রদান, এবং সর্বোপরি স্বাধীনতার ঘোষণা থেকে মুক্তিযুদ্ধ। কিছু তর্কসাপেক্ষ উদ্যোগ বাদ দিলে, দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশক্ষেত্রেই নিউক্লিয়াসের সদস্যরাই এই কাজগুলো করছেন। যাঁরা করছেন, তাঁরা জানেন সিরাজুল আলম খানই এর নেপথ্য-নায়ক, তাঁরা শুধু জানতেন না, কাজটা আসলে যতটা না ছাত্রলীগের মধ্য থেকে হচ্ছে, তার চেয়েও বেশি হচ্ছে নিউক্লিয়াসের মধ্য থেকে। নিউক্লিয়াস গোপন, প্রকাশ্যে সেটি নাম নিচ্ছে "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ"। আদতেই এরা স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়েই পথ চলছিল এবং তার বিনিময়ে যে কোন কিছু করতে প্রস্তুতও ছিল এই "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ"। সিরাজুল আলম খানের মতে:

"স্বাধীনতার প্রশ্নে নিউক্লিয়াস যে কাজ করেছিল, এ কাজে যদি কেউ হ্যাম্পার করে, নির্মম হতে পারতাম, মারপিট করে, কেউ দাঁড়াতে পারত না। এ রকম একটা শক্তি ছিল। বিশেষ করে, মিছিলগুলোতে ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে। ওদের স্লোগান ছিল জয় সর্বহারা, আমাদের হলো জয় বাংলা। ওদের হলো শ্রমিক-কৃষক অস্ত্র ধরো, আমাদের হলো বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো। একটা হলো ক্ল্যাসিক মুভমেন্ট অব সমাজতন্ত্র, আরেকটা হলো ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট। এগুলো এস্টাবলিশ করতে কত-কী যে করেছি?"

আরও পরে, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই গড়ে উঠবে বিএলএফ, যেটিকে সিরাজপন্থীরা বলেন, নিউক্লিয়াসের রাজনৈতিক উইং, যার সামরিক উইং "জয় বাংলা বাহিনী"। তবে, এতোটা বললে, আদতে ছাত্রলীগের অপর ধারাটির অস্তিত্বকেও প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। আসলেই কি তা-ই নয়? বঙ্গবন্ধু দূরদর্শিতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই হয়তো তিনি নিউক্লিয়াস থেকে সিরাজুল আলম খান ও আব্দুর রাজ্জাক এবং অপর ধারাটি থেকে শেখ মণি ও তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে গড়তে বলেছিলেন বিএলএফ।

মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতে গিয়ে এটারই নাম হয়েছিল "মুজিব বাহিনী"। বিএলএফ বা মুজিব বাহিনীর নেতা-কর্মী হিসেবে নিউক্লিয়াসের লোকজন ছিল বলেই, এটি নিউক্লিয়াসের রাজনৈতিক উইং হিসেবে সমাদৃত হবে কি না তা তর্কসাপেক্ষ। শুধু বলা যেতে পারে, সিরাজ ও মণির দু'টি ধারা একত্রে কাজ করলেও, আদতে হেজিমনিটি সিরাজপন্থীদের দখলেই ছিল। পুরোটার দায়িত্ব নিয়ে নিতে চাইলে, মুজিব বাহিনীর কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিন্দিত হওয়ার দায়ও তো পুরোটাই নিউক্লিয়াসকেই নিতে হয়!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে অন্য কোনো দেশের কথা বলা উচিত নয়: পঙ্কজ শরণ

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৮।। বাংলাদেশ কিংবা অন্য কোনো দেশে কীভাবে নির্বাচন হবে, তা নিয়ে ভিন্ন কোনো দেশের কথা বলা উচিত নয় বলে মনে করেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের সাবেক হাইকমিশনার পঙ্কজ শরণ।

সোমবার (১৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে 'ভারত-বাংলাদেশ: প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কের রোড মডেল' শিরোনামে জহুর হোসেন চৌধুরী মেমোরিয়ার লেকচার-২০২৩ এ বক্তা হিসেবে এ কথা বলেন তিনি।

বাংলাদেশের ২০১৪ সালের নির্বাচন আপনি দেখেছেন, সামনে আরেকটি নির্বাচন আসছে- এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আপনি যদি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ইতিহাসের দিকে তাকান, তাহলে দেখতে পাবেন এ দেশের একটি জটিল ইতিহাস আছে। নতুন দেশ হিসেবে শুরুতে বাংলাদেশেকে অনেক লড়াই করতে হয়েছে। এদিকে গেলো ৫২ বছরে চারটি যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে ভারত, এছাড়া দুজন প্রধানমন্ত্রী নিহত হয়েছেন। এরমধ্যে বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হয়েছে ভারতকে, রাজ্যগুলোকে পুনর্গঠন করতে হয়েছে। ইন্ডিয়ান ফেডারেশনকে রাজ্যগুলোর সীমানা নির্ধারণ করতেও বহু বছর লেগেছে। তামিলনাড়ু, উত্তরপূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহ ছিল। তিনি বলেন, এ সময়ে নতুন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকেও অনেক সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। আমি জানি, প্রতিটি দেশের জন্য নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। ভারতেও তিনমাস পর নির্বাচন হতে যাচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে নির্বাচনের সবচেয়ে ভালো উপায় কী, তা বাংলাদেশের জনগণ উপলব্ধি করতে পেরেছে। যারা আমাদের গণতন্ত্র শিখিয়েছেন, তারা সবসময় আফগানিস্তানের নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু ভারত বলছে, আমরা গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু নিজ দেশের গণতন্ত্রকে আমরা অন্য কোনো দেশে রফতানি করি না। আমরা মনে করি, নির্বাচনের জন্য প্রতিটি দেশের নিজস্ব পদ্ধতি আছে। ভারতের সাবেক এ উপ-নিরাপত্তা উপদেষ্টা বলেন, আমি মনে করি বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান আছে, সংবাদমাধ্যম আছে, কাজেই বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচনের জন্য সবচেয়ে ভালো উপায়ই বেছে নেবেন। ভারত, আফগানিস্তান কিংবা বাংলাদেশে কীভাবে নির্বাচন হবে, তা নিয়ে অন্য কোনো দেশের কথা বলা উচিত না। কারণ এ সিদ্ধান্ত দেশের জনগণ নেবে। কাজেই কে নির্বাচিত হবেন, সেই সিদ্ধান্ত নেবেন জনগণ, আর প্রতিষ্ঠানগুলো সিদ্ধান্ত নেবে, কীভাবে কোন উপায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্তের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত তারিক আহমদ করিম।

বাংলাদেশ ও ভারত নৌ সচিব পর্যায়ের বৈঠক শুরু আজ

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ১৮।। বাংলাদেশ ও ভারতের নৌ সচিব পর্যায়ের দুই দিনব্যাপী বৈঠক আজ মঙ্গলবার ও বুধবার (১৯ ও ২০ ডিসেম্বর) স্থানীয় এক হোটেলে অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে প্রথম দিন প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেডের (পিআইডব্লিউটিঅ্যান্ডটি) অধীন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভার পাশাপাশি ইন্টার গভর্নমেন্টাল কমিটির (আইজিসি) সভা হবে। পরদিন হবে নৌ সচিব পর্যায়ের বৈঠক।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোস্তফা কামাল এবং ভারতের পোর্টস, শিপিং অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ মন্ত্রণালয়ের সচিব টি কে রমাচন্দ্রন নিজ নিজ দেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন।

বাংলাদেশের পক্ষে এসব সভায় অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল গঠন করা হয়েছে। ভারত ইতোমধ্যে সভায় অংশগ্রহণের জন্য ২৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের তালিকা দিয়েছে।

গুয়াহাটিতে সিবিআই-প্রধান প্রবীণ সুদ, মণিপুর-কাণ্ডের তদন্তে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নবগঠিত সিট-আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক

গুয়াহাটি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : মণিপুরে ছয়টি হিংসাত্মক ঘটনার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে সিবিআই-অধিকর্তা (ডিরেক্টর) প্রবীণ সুদকে ইমফলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর। সে অনুযায়ী আজ সোমবার সকালে গুয়াহাটির বরঝাড়ে অবস্থিত লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ বিমিনবন্দরে অবতরণ করেছেন সিবিআই-প্রধান প্রবীণ। মণিপুরের রাজধানী ইমফল যাওয়ার আগে আজ তিনি গুয়াহাটিতে অবস্থিত সিবিআই দফতরে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নবগঠিত স্পেশাল ইনভেস্টিগ্যাশন টিম (সিট)-এর আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এদিন সকাল ৯:১৫-এ গুয়াহাটি বিমানবন্দরে অবতরণ করে তিনি সোজা চলে যান মহানগরের গড়চুকে অবস্থিত সিবিআই দফতরে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, মণিপুর সরকার রাজ্যে সংঘটিত ছয়টি হিংসাত্মক ঘটনা, যে সব ঘটনায় ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল, সে সব ঘটনার তদন্তভার সিবিআইকে অর্পণ করেছিল। ওই মামলাক জন্য ইতিমধ্যে সিবিআইয়ের ডিআইজি পদমর্য্যাদার আধিকারিকের অধীনে স্পেশাল ইনভেস্টিগ্যাশন টিম গঠন করা হয়েছে। তদন্তকারী দলের তদন্ত-প্রতিবেদনগুলি সরেজমিনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে সিবিআই-প্রধান প্রবীণ সুদকে পাঠিয়েছে কেন্দ্র।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর, মণিপুরে জাতিগত সহিংসতার সময় ছয়টি বন্দুকযুদ্ধে নাগা জনগোষ্ঠীয় মহিলা সহ ১৩ জনকে হত্যা সম্পর্কিত মামলায় গুয়াহাটিতে সিবিআই-এর বিশেষ আদালতে নয়জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেছে। এ ব্যাপারেও খোঁজখবর নেবেন সিবিআই-প্রধান সুদ।

প্রসঙ্গত, মূলত ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের তদারকিতে মণিপুরে সংঘটিত গোটা ঘটনাবলি সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মেইতেই জনগোষ্ঠীয় দুই ছাত্রের কথিত খুনের তদন্ত ত্বরান্বিত করতে আগে গত ২৭ সেপ্টেম্বর প্রবীণ সুদের নেতৃত্বে সিবিআই-এর একটি বিশেষ দল মণিপুর গিয়েছিল।

কাটল আতঙ্ক, বন দফতরের খাঁচায় ধরা পড়ল পূর্ণবয়স্ক চিতা

আলিপুরদুয়ার, ১৮ ডিসেম্বর, (হি.স.): বাঘের আতঙ্কে ঘুম উড়েছিল স্থানীয়দের। তবে শেষ রক্ষা হয়েছে। বন দফতরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ল পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতা বাঘ। মাদারিহাট ব্লকের রামঝোড়া চা বাগানের ঘটনায় স্বস্তির হাওয়া শ্রমিক মহলে।

জানা গিয়েছে, সোমবার ভোরে আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাটের রামঝোড়া চা বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে চিতা বাঘটি ধরা পড়ে। বেশ কয়েকদিন ধরেই চিতাবাঘের আনাগোনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছিল বাগানে। বন দফতর খাঁচা বসাতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত খাচাবন্দি হওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ফিরে এসেছে বাগানে।

জলদাপাড়া বন দফতরের দলগাও রেঞ্জ কর্মীরা উদ্ধার করে নিয়ে যায় চিতাবাঘটিকে। বন দফতর সূত্রে খবর, স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরই সেটিকে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সাংসদদের সাসপেনশন সংবিধান ও গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ : খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : সাংসদদের সাসপেনশন সংবিধান ও গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ, সোমবার ৪৭ জন সাংসদকে সাসপেন্ড প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি সোমবার রাজ্যসভায় আরও বলেন, ৪৭ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করে মোদী সরকার সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ লঙ্ঘন করেছে। সোমবার এপ্রসঙ্গে এক্স-এ পোস্ট করে খাড়গে লেখেন, ' মোদী সরকার ৪৭ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করে সংসদ এবং গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ করেছে।' এই সরকার সংসদকে বিরোধী দলহীন করার জন্য কাজ করছে। যাতে তিনি বিনা আলোচনায় সংসদের উভয় কক্ষে অমীমাংসিত বিলগুলো পাস করাতে পারেন। তার জন্যই মোদী এই কাজ করেছেন বলেও এদিন তোপ দাগেন খাড়গে। তিনি বলেন, আমাদের দাবি হল সংসদের নিরাপত্তায় গাফিলতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উভয় কক্ষে জবাব দেওয়া উচিত। এটা বিরোধী দলের ন্যায্য দাবি। এনিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া উচিত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংবাদপত্র ও নিউজ চ্যানেলে এই বিষয়ে আলোচনা করছেন কিন্তু সংসদে কথা বলার বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন বলেও মন্তব্য করেন খাড়গে।

পৌষমেলার প্লট বুকিংয়ের ব্যপক দূর্নীতির অভিযোগ

বোলপুর, ১৮ ডিসেম্বর (হি. স.) : পৌষমেলার প্লট বুকিংয়ের ব্যপক দূর্নীতির অভিযোগ । ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভের জেরে বন্ধ হয়ে গেল প্লট বুকিং। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম পুলিশের। জিএসটি নম্বর ছাড়াই নেওয়া হচ্ছে রাজ্য ও কেন্দ্রের জিএসটি। এছাড়া, পৌষমেলার স্টলের জন্য প্লট বুকিংয়ের টাকা সরকারের কোন খাতে জমা পড়ছে কোন সদুত্তর নেই। এমনকি, প্লট বুকিংয়ে দালাল চক্র কাজ করছে। অথচ, এই প্রথম পূর্বপল্লীর মাঠে পৌষমেলা করছে রাজ্য সরকার।

বোলপুর-শ্রীনিকেতন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কাজি মহম্মদ হানিফ বলেন, 'জিএসটি নম্বর নেই কেন বলতে পারব না। দেখছি বিষয়টা। পরে হয় তো নম্বর দেবে। আর টাকা কোন খাতে টাকা যাচ্ছে মহকুমা শাসক বলতে পারবে।'

২০১৯ সালে শেষবার শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীর মাঠে হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা। তারপর থেকে আর হয়নি মেলা । তবে বোলপুর ডাকবাংলো মাঠে ২০২১ ও ২২ সালে বিকল্প পৌষমেলা করেছিল রাজ্য সরকার।

এবার উপাচার্য হিসাবে বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর মেয়াদ শেষ হতেই সকলে মনে করেছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ পৌষমেলা করবে। কিন্তু, করেনি। রাজ্য সরকার মেলা করার জন্য বিশ্বভারতীর কাছে পৌষমেলার মাঠ চেয়ে আবেদন করে। দীর্ঘ টালবাহানার পর মাঠ দেয় বিশ্বভারতী।

অর্থাৎ, ২০১৯ সালের পর পূর্বপল্লীর মাঠে হচ্ছে পৌষমেলা। তবে এই মেলার আয়োজন রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যের শুরু হয়ে গিয়েছে মেলার স্টলের জন্য প্লট বুকিং। আর এই প্লট বুকিং নিয়ে ব্যপক দূর্নীতির অভিযোগ উঠল। ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভের জেরে বন্ধ হয়ে যায় প্লট বুকিংয়ের অফিস। পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খায় পুলিশ।

অভিযোগ, জিএসটি নম্বর ছাড়াই নেওয়া হচ্ছে জিএসটি। শুধু স্টেট জিএসটি নয়, সেন্ট্রাল জিএসটিও নেওয়া হচ্ছে। অথচ কোন জিএসটি নম্বর নেই। যা সম্পূর্ণ বেআইনি। এমনকি, রাজ্য সরকার মেলা করলেও সরকারের কোন খাতে এই প্লট বুকিংয়ের টাকা জমা পড়ছে তার উল্লেখ নেই। ব্যবসায়ীরা যথারীতি জিএসটি নম্বর ছাড়াই জিএসটি দিয়ে প্লট বুক করছে।

আরও অভিযোগ, প্লট বুকিংয়ে কাজ করছে দালাল চক্র।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে ডাকবাংলো মাঠে বিকল্প পৌষমেলায় দূর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। তারপরেই পূর্বপল্লীর পৌষমেলার প্লট বুকিংয়ের প্রথম দিনের ব্যপক দূর্নীতির অভিযোগ। যাদিও, এই নিয়ে কোন মন্তব্য করতে চাননি মহকুমা শাসক ও জেলা শাসক।

কিশনগঞ্জ: বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী যুবক

কিশনগঞ্জ, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : কিশনগঞ্জের রুইধাসা ময়দানের কাছে রমজান নদীর রেলসেতুর সামনে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবক। সোমবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে।

আরপিএফ সূত্রে খবর, হাওড়া-এনজিপিগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সামনে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছে ওই যুবক। এই ঘটনার পর ট্রেনটি কিশনগঞ্জ রেলস্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। তারপরই এনজিপির উদ্দেশে রওয়ানা হয়। খবর পেয়ে কিশনগঞ্জ সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠায়। আরপিএফের স্থানীয় আধিকারিক বিএম ধর জানিয়েছেন, ওই যুবকের বয়স ২৫-৩০ এর মধ্যে বলে অনুমান। যুবকের নাম ও পরিচয় জানতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জিম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখে ভূমিকম্প

জম্মু, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখে সোমবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এদিন ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৫। যদিও এই ভূমিকম্পে কোনও ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি অনুসারে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেল ৩.৪৮ মিনিটে শ্রীনগর, পুঞ্চ, কিশতওয়ার সহ জম্মু ও কাশ্মীরের বেশিরভাগ অংশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

জম্মু ও কাশ্মীরের পাশাপাশি লাদাখেও এই ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৫। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল লাদাখের কার্গিল বলে জানা গিয়েছে। ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন তাদের বাড়িঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। ভূমিকম্পের জন্য মানুষজন দীর্ঘক্ষণ বাড়ির বাইরে ছিলেন। তবে এখন পর্যন্ত কম্পনের কারণে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

আফিম চাষে আফগানিস্তানকে পিছনে ফেলল মায়ানমার

জেনেভা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): আফগানিস্তানকে টেক্কা দিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম আফিম উৎপাদনকারী দেশ এখন মায়ানমার। রাষ্ট্রসংঘের একটি প্রতিবেদনে এই তথ্যটি জানানো হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী এ বছর মায়ানমারে আফিমের উৎপাদন ৩৬ শতাংশ বেড়ে ১,০৮০ টন দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সংখ্যাটা আফগানিস্তানে উৎপাদিত আফিমের পরিমাণের (৩৩০ টন) চেয়ে অনেকটাই বেশি।

গত বছর তালেবান ক্ষমতায় এসে মাদক নিষিদ্ধ করে দেওয়ার পর আফগানিস্তানে পোস্ত চাষ ৯৫ শতাংশ কমে গেছে। এদিকে, মায়ানমারে ওই চাষ কিন্তু বেশ বেড়েছে। সেখানে গৃহযুদ্ধের আবহে আফিম চাষ আয়ের একটা লাভজনক উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দফতর (ইউএনওডিসি) এর আঞ্চলিক প্রতিনিধি জেরেমি ডগলাস বলেন, "২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সামরিক ক্ষমতা দখলের পর সেখানে অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক কাজে একের পর এক ব্যাঘাত ঘটেছে। আর সেটাই প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের জীবিকা নির্বাহের জন্য আফিম চাষের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।"" প্রসঙ্গত, সম্প্রতি প্রকাশিত রাষ্ট্রসংঘের ওই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে ইউএনওডিসি।

উল্লেখ্য, হেরোইনের মত মাদকের মূল উপাদান হল আফিম। কয়েক দশক ধরে মায়ানমারে এই চাষ হচ্ছে। এই চাষ থেকে আসা টাকা যোগানো হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে লড়ে চলা বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলিকে।

বাংলাদেশ নির্বাচন : 'ক্ষুব্ধ' জাতীয় পার্টির জন্য ২৬ আসন ছাড়ল আওয়ামি লিগ

ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শরিক দলগুলোকে আরও কাছে টানল বাংলাদেশের শাসকদল আওয়ামি লিগ। তাদের ৩২টি আসন ছাড়ল শাসকদল। এর মধ্যে ২৬টি সিট ছাড়া হয়েছে আসন বণ্টন ইস্যুতে 'ক্ষুব্ধ' জাতীয় পার্টির জন্য।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গতবারের শরিক দল জাতীয় পার্টিকে ২৬টি আসন ছেড়েছে আওয়ামি লিগ। একইসঙ্গে ১৪ দলের জোটের অন্যদের জন্য ৬টি আসন ছেড়ে দিয়েছে শাসকদল। ফলে এবার জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৬৩ আসনে ভোটের লড়াইয়ে নামল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল বাংলাদেশ আওয়ামি লিগ। দলের উপ-দফতর সম্পাদক সায়েম খান সংবাদমাধ্যমকে এ তথ্য জানান।

উল্লেখ্য, শাসকদল আওয়ামি লিগের সঙ্গে দর কষাকষির পর এককভাবে ২৮৩ আসনে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল জাতীয় পার্টি। শেষ পাওয়া তথ্য মোতাবেক, আওয়ামির ছাড়া ২৬টি আসন-সহ ২৮৩ আসনে লাঙল প্রতীকে ভোটে লড়বে প্রয়াত সেনাশাসক এরশাদের দল। এদিকে, নির্বাচনে প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের শেষ দিনে রবিবার সরে দাঁড়িয়েছেন ৩৪৭ জন। ফলে ৩০০ আসনের মধ্যে মোট বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৮৯৬ জন। রবিবার (১৭ ডিসেম্বর) রাতে গোটা দেশের রিটার্নিং আধিকারিকদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান নির্বাচন কমিশন সচিব মহম্মদ জাহাঙ্গীর আলম।

তিনি বলেন, "জাকের পার্টির সব প্রার্থী তাদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করায় ভোটে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা দাঁড়াল ২৭টি। আমরা আশা করছি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠু ভোট অনুষ্ঠিত হবে।"

সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত প্রযুক্তি : রাষ্ট্রপতি

খড়গপুর, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রযুক্তির ওপর সবার অধিকার থাকতে হবে। সমাজে ব্যবধান বাড়াতে নয়, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত প্রযুক্তি। এই অভিমত পোষণ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতির কথায়, ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম সাধারণ মানুষের জীবনকে সহজ করেছে, এটাই প্রযুক্তির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। সোমবার আইআইটি খড়গপুরের ৬৯-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, আইআইটি খড়গপুরের মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীকে ভারতের শতাব্দী তৈরি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, 'ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এমন এক বিশ্বের উত্তরাধিকারী হবে, যেখানে ন্যায়বিচার, সাম্য ও সম্প্রীতি শুধুমাত্র আদর্শ নয় বরং এটি জীবনের একটি সাধারণ অংশ হবে, যেখানে উচ্চ-নীচের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকবে না এবং যেখানে প্রতিটি মানুষ ভয় ছাড়া বেঁচে থাকতে পারবে। এটাই আমাদের প্রয়াস হওয়া উচিত।' রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেছেন, 'ভারত এখন নতুন উচ্চতা অতিক্রম করছে, নতুন মান স্থাপন করছে এবং বিশ্বে বড় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। আমরা বসুধৈব কুটুম্বকমের চেতনায় বিশ্বের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলির সমাধান খুঁজে পাওয়ার জন্য উন্মুখ। ভারতের এই অমৃত কালে, প্রযুক্তির মাধ্যমে মন্থন করলেই আসবে স্বর্ণযুগ।'

রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'কম্পিউটারাইজেশন, সৌর শক্তি, জিনোমিক্স এবং বৃহৎ ভাষার মডেল হল কিছু পরীক্ষা, যা সামাজিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা রাখে। ১৫০ বছর আগে যে রোগগুলি দুরারোগ্য বলে মনে হয়েছিল, সেগুলি এখন প্রায় বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়। মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। এই বিশ্বকে আরও উন্নত ও অন্তর্ভুক্ত করতে প্রযুক্তির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।' সকলকে প্রবৃদ্ধিমুখী, ভবিষ্যৎবাদী ও কৌতূহলী মানসিকতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি।

চুঁচুড়া শহরের ব্যস্ত রাস্তায় ধস

হুগলি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : হুগলির চুঁচুড়া শহরের বিশালক্ষ্মীতলা সায়রার মোড়ে ব্যস্ত রাস্তায় ধস। যার জেরে সোমবার দুপুরে যান চলাচল ব্যহত। চন্দননগর কমিশনারেটের চুঁচুড়া ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ ঘটনাস্থল ব্যারিকেড করে ঘিরে রেখেছে। পরে জেসিবি মেশিন নিয়ে এসে ধসে যাওয়া রাস্তা খুড়ে বালি মাটি তুলে ফেলা হয় পুরসভার পক্ষ থেকে।

হলদিয়া মেচেদা রাজ্য সড়কে বাস দুর্ঘটনা, আহত ২০

পূর্ব মেদিনীপুর, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : হলদিয়া মেচেদা রাজ্য সড়কে বাস দুর্ঘটনা হয়। বাস উল্টে আহত হন যাত্রীরা। হলদিয়ার দেউলপোতার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

হলদিয়াগামী যাত্রীবাহী বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে ইলেকট্রিক খুঁটিতে ধাক্কা মারে, পরে উল্টেও যায়। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে ২০ জন বাস যাত্রী। কয়েকজন বাসের যাত্রী গুরুতর আহত হওয়ায় ১৫ জন যাত্রীকে তমলুক তাম্রলিপ্ত মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাকি যাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

দুর্ঘটনার জেরে ব্যাপক যানজটে সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে তমলুক ও কোলাঘাট থানার পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন।

সোমবার শ্রমিক উন্নয়ন মঞ্চে উদ্যোগে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব

হরেকরকম

বিনা মেকআপেও জেল্লা

চলতি বছরের অন্যতম বিতর্কিত ছবি "দ্য কেরালা স্টোরি"-তে অভিনয় করার পর থেকেই অভিনেত্রী অদা শর্মাকে নিয়ে চর্চার অন্ত নেই। এক দিকে যেমন প্রশংসিত হয়েছে তাঁর অভিনয়, অন্য দিকে তাঁকে নিয়ে দর্শকের উতাহও বেড়ে গিয়েছে কয়েক গুণ।

অভিনেত্রী কী পছন্দ করেন, তাঁর জেল্লাদার ত্বকের রহস্য কী, এই সব কিছু নিয়েই এখন আগ্রহ প্রকাশ করছেন সবাই। সম্প্রতি এক সাক্ষাতারে অদা জানিয়েছেন, একটা সময় নিজের রূপ নিয়ে খোঁটা শুনতে হয়েছিল তাকে। নাক সুন্দর করার জন্য নাকের অস্ত্রোপচার করিয়ে নেওয়ার উপদেশও শুনতে হয়েছিল অভিনেত্রীকে। এখন অভিনেত্রীর সৌন্দর্য রহস্য জানতেই আগ্রহ সমগ্র দেশবাসী! কিন্তু অদার এই জেল্লার রহস্য কী? ঠিক কী ভাবে ত্বকের যত্ন নেন তিনি? চলুন জেনে নেওয়া যাক। জল পান শরীর হাইড্রেট রাখতে সারা দিনে প্রচুর জল পান করেন অদা। পর্যাপ্ত জল পানে শরীরে জলের ঘাটতি হয় না, পাশাপাশি শরীর থেকে টক্সিন বেরিয়ে যায়। ফলে ত্বক থাকে তরতাজা এবং জেল্লাও হয় দেখার মতো। ত্বকে আর্দ্রতার অভাব হয় না।

ত্বক পরিষ্কার রাখেন রাতে শুতে যাওয়ার আগে নিয়মিত মুখ পরিষ্কার করেন অভিনেত্রী। ত্বকে লেগে থাকা ধুলো-ময়লা, মেকআপ পরিষ্কারের জন্য একটি ক্লিনজিং রুটিন ফলো করেন। ত্বকের ধরন অনুযায়ী মাইল্ড ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করেন। তার পর টোনার ব্যবহার করেন তিনি। ময়েশ্চারাইজিং ত্বকের শুষ্ক-রুক্ষভাব দূরে রাখার জন্যে তিনি নিয়মিত ময়েশ্চরাইজ করেন। ত্বকের ধরন অনুযায়ী একটি ভাল মানের ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করেন অভিনেত্রী। বিশেষজ্ঞদের মতে, সারা বছরই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন। তাইলেই ত্বকের নানা সমস্যার সমাধান হতে পারে। সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন সূর্যের ক্ষতিকারক ডঞ্চরশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করার জন্য বারো মাস সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন অদা। ঘর থেকে বেরোনোর আগে তিনি সর্বদা সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন অভিনেত্রী।

ত্বক এক্সফোলিয়েট করা - ত্বকের উপর মরা চামড়ার আস্তরণ পড়ায় ত্বকের ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে যায়। এই কারণেই ত্বকের গভীর পর্যন্ত পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তার জন্য স্ক্রাব ব্যবহার করা খুবই জরুরি। স্ক্রাব ব্যবহার করার ফলে ত্বকের মৃত কোষ, ব্ল্যাকহেডস, হোয়াইট হেডস দূর হয়ে ত্বক মসৃণ হয়। ত্বকের মৃত কোষ দূর করতে সপ্তাহে এক বা দু'বার ত্বক এক্সফোলিয়েট করেন অভিনেত্রী। নিজের ত্বকের ধরন অনুযায়ী জেন্টাল স্ক্রাব ব্যবহার করেন তিনি।

চুলের যত্ন - চুলের যত্নে নিয়মিত তেল লাগান এবং মাইল্ড শ্যাম্পু ব্যবহার করেন অদা। চুলে কখনই হিট স্টাইলিং সরঞ্জাম ব্যবহার করেন না অভিনেত্রী। যতটা সম্ভব হাওয়ায় চুল শুকানোর চেষ্টা করেন তিনি। শরীরচর্চা সুস্থ্মসবলভাবে বাঁচতে গেলে নিয়মিত শরীরচর্চা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি শরীরচর্চা করলে ত্বকের জেল্লাও বাড়ে। অভিনেত্রী অদা শর্মাও কিন্তু এই বিষয়টি সব সময় গুরুত্ব দেন। নিজেকে ফিট এবং সুস্থ রাখতে প্রতিদিন এক্সারসাইজ করেন তিনি। যোগব্যায়াম, নাচ এবং অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তিনি নিজেকে সুস্থ রাখেন।

চুলে তেল মালিশ করুন, চুল ওঠা কমবে, লম্বাও হবে দ্রুত

চুলের হাল ফেরাতে শ্যাম্পু, সিরাম, কন্ডিশনার, হেয়ার মাস্ক, আরও কত কিই না আমরা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু তারপরেও চুলের সমস্যা যেতেই চায় না কিছুতে। আসলে চুলের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলে চুলকে পুষ্টি দেওয়াটা খুব জরুরি। তার জন্য বিভিন্ন প্রোডাক্ট ব্যবহারের পাশাপাশি চুলে তেল মাখারও দরকার আছে।

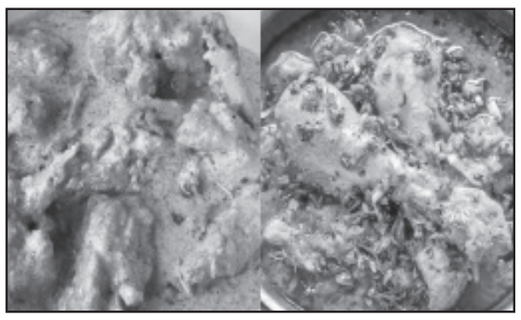

৫টি সেরা চুলের তেল যা গ্রীষ্মের জন্য উপযুক্ত -শুষ্ক চুলে প্রাণ ফেরানো, চুল পড়া ও ডগা ফাটা রোধ, চুলের গোড়া মজবুত করা, সবেতেই তেলের জুড়ি মেলা ভার। অনেকেরই ধারণা, গরমের সময় চুলে তেল দিলে মাথার তালু এবং চুল আরও চিটচিটে হয়ে যায়। কিন্তু বিষয়টা তেমন নয়। চুলে পুষ্টি যোগাতে গরমের দিনেও তেল ম্যাসাজ করা জরুরি। নাহলে চুলের বারোটা বাজতে বেশি সময় লাগবে না। দেখে নিন, গরমের দিনে কোন কোন তেল চুলে ব্যবহার করতে পারবেন।

আমন্ড অয়েল - চুল পড়া কমাতে আমন্ড অয়েলের জুড়ি মেলা ভার। ভিটামিন ও মিনারেলে ভরপুর আমন্ড অয়েল চুলে পুষ্টি যোগায়, চুলের গোড়া মজবুত করে, শুষ্কভাব কমায়, চুল ফাটা রোধ করে। নিয়মিত আমন্ড অয়েল ব্যবহারে চুলের বৃদ্ধি হয় এবং আরও ঘন হয়।

জোজোবা তেল - গরমে চুলের যত্নে সবচেয়ে সেরা জোজোবা অয়েল! চুলে ও স্ক্যাল্পে পুষ্টি যোগায় এই তেল। মাথায় অতিরিক্ত তেল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। স্ক্যাল্প সুস্থ রাখে এবং স্বাস্থ্যকর চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

নারকেল তেল - নারকেল তেল সবসময়ই চুলের জন্য সেরা। চুলের বিভিন্ন সমস্যা নিমেষেই নিরাময় করার ক্ষমতা রাখে এই তেল। চুলে পুষ্টি যোগায়, গোড়া মজবুত করে, চুল পড়া কমায়, খুশকি ও শুষ্কভাব রোধ করে, চুল ময়েশ্চারাইজ করে।

অ্যাভোকাডো তেল - অ্যাভোকাডো তেলে রয়েছে ভিটামিন এ, বি, ডি এবং ই এর মতো অনেক পুষ্টি উপাদান। এই গরমে ঘাম জমে মাথার ত্বকে সংক্রমণ দেখা দেয়। স্ক্যাল্পের সংক্রমণ কমাতে অত্যন্ত উপকারী এই তেল। চুলের আগা ফাটার সমস্যা দূর করতেও অ্যাভোকাডো তেলের জুড়ি মেলা ভার।

অলিভ অয়েল - অলিভ অয়েল অন্যান্য তেলের মতো ঘন নয়, খুবই হালকা। তাই সহজেই মাথার ত্বকে মিশে যায় এবং চুল চটচটও করে না। চুলের আর্দ্রতা বজায় রাখতে, খুশকি দূর করতে অলিভ অয়েল খুব উপকারী। এ ছাড়াও, চুলের রুক্ষ-শুষ্কভাব দূর করে এবং ডগা ফাটা রোধ করে এই তেল।

আর্গান তেল - আর্গান তেলে রয়েছে ভিটামিন ই এবং ফ্যাটি অ্যাসিড। যা চুল ভাল রাখতে সাহায্য করে, চুলে পুষ্টি যোগায় এবং জেল্লা বাড়ায়। অন্য তেলের তুলনায় আর্গন অয়েল বেশ হালকা। গরমে ব্যবহার করার জন্য আদর্শ তেল এটি।

রোজ সকালে এক টুকরো কাঁচা হলুদ, সুগার বাড়বেই না

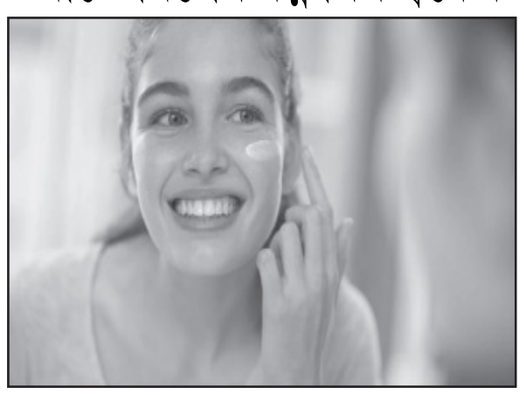

ক্রিস্পি, চটপটা খাবার খেতে কে না ভালবাসেন! ঘি, মাখন এসব ছাড়া যেন মুখেই রোচে না খাবার। কিন্তু এই তেলে ভর্তি, ঘিয়ে চ্যাপচ্যাপে খাবার যে স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, তা সকলেই জানেন। তার উপর আজকালকার দিনে ডায়াবেটিসের মতো রোগ ঘরে ঘরে জন্ম নিচ্ছে। রক্তে অতিরিক্ত পরিমাণে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাসা বাঁধছে আরও নানা সমস্যা। তবে অতিরিক্ত চিন্তার কিছু নেই! নিয়ম মেনে চললে আর নির্দিষ্ট কিছু খাবার খেলেই সামলে নেওয়া যেতে পারে রক্তে সুগারের মাত্রাকে। রক্তে সুগারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে শরীরে কি ধরণের সমস্যা হয়, তা সম্পর্কে আমরা সকলেই কমবেশি জানি। কিন্তু ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে সমস্যাটি হল, ডাক্তারের পরামর্শমতো ওষুধ, শরীরচর্চা এবং খাওয়া-দাওয়া নিয়ম মেনে করলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে বটে, কিন্তু ডায়াবেটিসের সমস্যাকে কখনওই পুরোপুরি ভাবে নিরাময় করা সম্ভব হয় না। ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অসুস্থতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। ডায়াবেটিস মানেই খাওয়াদাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ, ইনসুলিন ইঞ্জেকশন। সবসময়েই রক্তে শর্করা বেড়ে যাওয়ার ভয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘরোয়া উপায়ে সুগারকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। আয়ুর্বেদে বলে সুগার বা মধুমেহকে নিয়ন্ত্রণ করতে কাঁচা হলুদ হল মহৌষধ। রোজ সকালে এক টুকরো কাঁচা হলুদ খেলে সুগার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। রোজ সকালে এক টুকরো কাঁচা হলুদ, আখের গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে খান। এতে রক্তে শর্করা যেমন নিয়ন্ত্রণে থাকবে তেমনই ক্যানসারের ঝুঁকিও কমবে।

কালোজিরেও ডায়াবেটিস কমাতে সাহায্য করে। কালোজিরেতে পটাশিয়াম, প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন আর মিনারেল রয়েছে। এর পাশাপাশি এতে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, অ্যামাইনো অ্যাসিড আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা ডায়াবেটিক রোগীদের স্বাস্থ্যকে অনেকটাই ভাল রাখে। এ ছাড়াও কালোজিরে হজম শক্তিকেও বাড়িয়ে তোলে।

এই চিকেন কারিতে নেই ক্যালোরি

যাঁরা চিকেন খেতে ভালবাসেন, তাঁরা সবসময় নতুন পদের সন্ধানে থাকেন। কিন্তু ভুঁড়ির দিকে তাকিয়ে পিছু পা হয়ে যান। যদিও ওয়েট লসের ডায়েটে চিকেন থাকে। চিকেন হল প্রোটিনের ভরপুর উত। তাছাড়া এই খাবার ক্যালোরির পরিমাণ কম। এমনকী কার্বসও কম। কিন্তু যখনই আপনি মুখরোচক উপায়ে চিকেন রান্না করে খান, তখনই ক্যালোরির পরিমাণ বেড়ে যায়।

তাই চিকেনের এমন রেসিপি জানতে হবে, যা খেলেও আপনার ওজন বাড়বে না। এমনই ২টি রেসিপির খোঁজ রইল আপনার জন্য।

দই চিকেন

দই চিকেন তৈরি করার জন্য প্রয়োজন ৩ কাপ টক দই নিন। এর মধ্যে জিরে গুঁড়ো, রসুন বাটা, গরম মশলা, হলুদ ও লঙ্কা গুঁড়ো মিশিয়ে ভাল করে ফেটিয়র নিন। এবার এই দই মিশিয়ে দিন ১/২ কেজি চিকেনে। এতে কাঁচা লঙ্কা চিরে দিয়ে দিন। মাংসটা ভাল করে ম্যারিনেট করে ৩০ মিনিট রেখে দিন।

আধ ঘণ্টা পর কড়াইতে তেল গরম করুন। এর মধ্যে ২টো পেঁয়াজ কুচিয়ে দিয়ে দিন। পেঁয়াজ নরম হওয়া অবধি ভাল করে ভেজে নিন। এর অল্প নুন মিশিয়ে দিন, এতে পেঁয়াজ দ্রুত ভাজা হয়ে যাবে। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে টমেটো মিশিয়ে দিন। মশলা ভাল করে কষা হয়ে গেলে এবার এতে ম্যারিনেট করা মাংসটা ঢেলে দিন। পরিমাণমতো নুন মিশিয়ে দিন। মাংস ভাল করে কষে নিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলেই তৈরি টক দই। উপর দিয়ে ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন টক দই।

বাটার চিকেন

কড়াইতে তেল গরম করুন। এতে দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচ ফোড়ন দিন। এবার এতে রসুন বাটা ও পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজুন। পেঁয়াজ বাদামী হয়ে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। এবার পেঁয়াজ ভাজার সঙ্গে টমেটো ও টক দই মিশিয়ে মিক্সিতে মসৃণ পেস্ট বানিয়ে নিন। এবার কড়াইতে এক পলা তেল গরম করুন। এবার এতে কাঁচা চিকেন দিয়ে ভাল করে ভাজতে থাকুন। মাংসটা অর্ধেক সেদ্ধ হয়ে এলে এবার এতে পেঁয়াজ বাটার মিশ্রণটা মিশিয়ে দিন। এবার এতে স্বাদমতো নুন, লাল লঙ্কা, ধনে গুঁড়ো, হলুদ ও কাঁচা লঙ্কা মিশিয়ে দিন। মাংসটা ভাল করে কষতে থাকুন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে উপর দিয়ে অল্প মাখন ও ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে দিন। তৈরি বাটার চিকেন।

প্রাকৃতিক উপাদানে বলিরেখা উধাও হবে

সময়ের সঙ্গে বার্ধক্য আসে দেহে। তখন তার ছাপ পড়ে চোখে-মুখেও। চাইলেও আপনি কোনওভাবেই বার্ধক্যকে আটকাতে পারবেন না। কিন্তু সময়ের আগে যাতে বলিরেখা জোরাল না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। আর এই কাজটা শুরু করতে হবে স্কিন কেয়ার দিয়ে। সাধারণত ক্লিনজিং, টোনিং ও ময়েশ্চারাইজিংয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে স্কিন কেয়ার রুটিন।

কিন্তু বলিরেখা, দাগছোপ এড়াতে গেলে প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যও নিতে হবে। প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে ত্বক মালিশ করতে হবে, যাতে আপনার ত্বক দেখায় সতেজ ও যৌবনে ভরপুর। কিন্তু এই ত্বকের বার্ধক্য রুখতে কোন কাকে বেছে নেবেন বুঝতে পারছেন না? রইল ৩ প্রাকৃতিক উপাদানের খোঁজ।

জোজোবা অয়েল- জোজোবা অয়েল ত্বক ও চুলের জন্য দারুণ উপকারী। এই তেল তৈরি হয় এক ধরনের আমেরিকান বাদাম থেকে। রাতে ঘুমনোর আগে কয়েক ফোঁটা জোজোবা অয়েল নিয়ে ত্বকে মালিশ করতে পারেন। এটি ত্বক পরিষ্কার করে, ত্বকের আর্দ্রভাব বজায় রাখে এবং মুখ থেকে ব্যাকটেরিয়া দূর করতে সাহায্য করে। জোজোবা অয়েল ত্বকের উপর প্রতিরক্ষামূলক স্তর গঠন করে, যাতে দূষণের জেরে আপনার ত্বকের কোনও ক্ষতি না হয়। এটি ব্রণ ও শুষ্ক ত্বকের সমস্যাকে দূরে রাখে। এই তেল আপনি চুল ও নখেও ব্যবহার করতে পারেন।

বেদানা- বেদানা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর, যা অক্সিডেটিভ চাপ কমায় এবং ফ্রি র‌্যাডিকেলের হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করে এবং ত্বকের বার্ধক্যকে রুখে রাখে। বলিরেখা মুক্ত ত্বক পেতে চাইলে বেদানার রস মুখে মাখতে পারেন। বেদানার রসের মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ত্বকের প্রদাহ কমায়। পাশাপাশি বেদানার রস ত্বকের কোলাজেন গঠনে সাহায্য করে। এছাড়া সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মির হাত থেকেও বাঁচায়। এতে বাড়ে ত্বকের আয়ু। বেদানার রস দিয়ে ফেসপ্যাক, স্ক্রাব বানিয়েও ব্যবহার করতে পারেন। গ্রিন টি- গ্রিন টিয়ের মধ্যে 'মিরাকেল' উপাদান রয়েছে, যা ত্বকের বার্ধক্যকে প্রতিরোধে সাহায্য করে। গ্রিন টিয়ের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টই ক্যানসার প্রতিরোধ থেকে শুরু করে ওজন কমানো ও সুন্দর ত্বক গঠনে সাহায্য করে। দিনে ৩-৪ কাপ গ্রিন টি পান করলে এসব উপকারিতা পাবেন। এছাড়াও গ্রিন টিয়ের ব্যাগ চোখের উপর রাখতে পারেন। এতে চোখের কালি উধাও হবে। পাশাপাশি গ্রিন টিয়ের তৈরি ফেসপ্যাক, টোনার ব্যবহার করতে পারেন। এগুলো ত্বকের বার্ধক্য প্রতিরোধে সাহায্য করবে।

বলিরেখা রুখতে রাতে বিশেষ যত্ন নিন ত্বকের

বয়স বাড়লে চুলে পাক ধরে, মুখে ফুটে ওঠে বলিরেখা। কিন্তু বয়সের আগেই যদি বার্ধক্যের লক্ষণগুলো জোরাল হতে শুরু করে, তাহলে আপনার নড়েচড়ে বসা উচিত। চোখে-মুখেই প্রথমে বয়সের ছাপ পড়ে। চোখের কোণ জুড়ে কালি চওড়া হতে থাকে। কপালে দেখা দেয় বলিরেখা। এমনকী গালের চামড়া ঝুলে পড়ে এবং গলাতেও বলিরেখা দেখা দেয়।

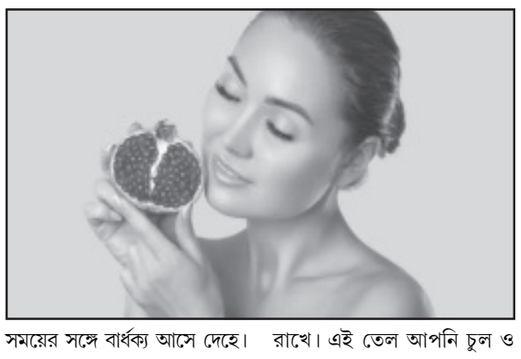

এগুলো বয়সের আগেই যদি দেখা দিতে শুরু করে, তাহলে জানবেন আপনার স্কিন কেয়ার ও লাইফস্টাইলে গলদ রয়েছে। বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করতে গেলে স্বাস্থ্যকর ডায়েট এবং সঠিক স্কিন কেয়ার রুটিন মেনে চলতে হবে। আর প্রয়োজন চাপমুক্ত জীবন। স্কিন কেয়ারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি হল নাইট ক্রিম। যেমন রাতে ঘুম ভাল না হলে ত্বকের সমস্যা বাড়বে, তেমনই সঠিক নাইট ক্রিম বাছাইও ভীষণ জরুরি। সাধারণত বেশিরভাগ মানুষ বাজারচলতি নাইটক্রিমের উপর ভরসা রাখেন। কিন্তু সেসব নাইট ক্রিমের দাম আকাশছোঁয়া। অনেকেরই সাধ্যের বাইরে। তাহলে কি নাইট ক্রিম ব্যবহার করবেন না? একদম নয়। বরং, নাইট ক্রিম বানিয়ে নিন বাড়িতে। তাও কোনও খরচ অনুযায়ী। কীভাবে নাইট ক্রিম বাড়িতে বানাবেন, রইল টিপস।

১) অ্যালোভেরা জেল নাইট ক্রিম অ্যালোভেরা জেলের মধ্যে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে, যা ত্বককে প্রদাহের হাত থেকে রক্ষা করে। পাশাপাশি অ্যালোভেরা জেলের মধ্যে ভিটামিন ই ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা ত্বকের বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করে। ত্বকের সমস্যা এড়াতে এবং বার্ধক্যকে রুখতে আপনি রাতে মুখে অ্যালোভেরা জেল মাখতে পারেন। এছাড়া অ্যালোভেরা জেলের কার্যকারিতা বাড়াতে বানিয়ে নিতে পারেন নাইট ক্রিম।

২-৩ চামচ অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে ১-২ চামচ গোলাপ জল, ১ চামচ আমন্ড অয়েল এবং ৭-৮ ফোঁটা ল্যাভেন্ডার অয়েল মিশিয়ে নিন। একটি কাচের পাত্রে অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে গোলাপ জল ভাল করে মিশিয়ে নিন। তারপর একে-একে আমন্ড অয়েল ও ল্যাভেন্ডার অয়েল মিশিয়ে নিলেই তৈরি নাইট ক্রিম। এবার এই নাইট ক্রিম ফ্রিজে রেখে দিন।

২) গোলাপ জল ও কোকো বাটার ক্রিম

রোজের জীবনযাত্রায় গোলাপ জল অনেকেই ব্যবহার করেন। এবার গোলাপ জলকে নাইট ক্রিম হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। শুধু গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন কোকো বাটার, মধু ও আমন্ড অয়েল। এই মিশ্রণটা বানিয়ে নিয়ে অবশ্যই ফ্রিজে রাখবেন। এই নাইট ক্রিমও আপনাকে ত্বকের বার্ধক্য প্রতিরোধ করবে।

বয়স বাড়তেই মুখে স্পষ্ট বলিরেখা

উজ্জ্বল ও নিখুঁত ত্বকের জন্য হাজার টাকা খরচ করতেও রাজি থাকেন তরুণীরা। কিন্তু ৩০-এর কোঠা পার করার পরই চোখে-মুখে দেখা যায় বার্ধক্যের চাপ। সময়ের সঙ্গে ত্বকেরও বয়স বাড়ে। তাই চোখের কোণে চামড়া কুঁচকে যায়। কপালে জোরাল হতে থাকে বলিরেখা। এই লক্ষণগুলোই জানান দেয় যে, আপনার ত্বকের একটু বেশি যত্ন নিতে হবে।

আর এই যত্ন নিতে গিয়ে অনেকেই নামীদামি ক্রিম বেছে নেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্র্যান্ডেড ক্রিমের পিছনে খরচ না করে, ঘরোয়া প্রতিকারের উপর ভরসা রাখতে। ত্বকের যত্নে প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহার নতুন বিষয় নয়। কিন্তু যখন কথা হচ্ছে, অ্যান্টি-এজিং স্কিন কেয়ার নিয়ে, সেখানে কী ব্যবহার করলে সেরা ফল মিলবে, তা অনেকেরই অজানা। বিশেষজ্ঞদের মতে, টক দই দিয়ে ত্বকের যত্ন নিলে বার্ধক্যকে আপনি প্রতিরোধ করতে পারবেন।

গরমে টক দই স্বাস্থ্যের জন্য দারুণ উপকারী। একইভাবে, ত্বকের বার্ধক্য প্রতিরোধেও সাহায্য করে টক দই। টক দইয়ের মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড রয়েছে। এই উপাদান ওপেন পোরসের সমস্যা দূর করে এবং বলিরেখা ও সূক্ষ্মরেখা প্রতিরোধ করে। তাছাড়া টক দইয়ের মধ্যে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বককে এক্সফোলিয়েট করতে সাহায্য করে। এতে ত্বকের উপর জমে থাকা মরা কোষ দূর করে দেয়। তাই টক দই মাখলে আপনি ত্বকের জেল্লাও ধরে রাখতে পারবেন।

ত্বকের বার্ধক্য মানে শুধু যে বলিরেখা, দাগছোপ তা নয়। ত্বকের বয়স বাড়লে প্রদাহও বাড়তে থাকে। আর এই প্রদাহ কমাতে ব্র্যান্ডেড ক্রিম খুব বেশি কার্যকর হয় না। কিন্তু টক দই মাখলে আপনার সমস্যার সমাধান হতে পারে নিমেষে। টক দইয়ের মধ্যে জিঙ্ক রয়েছে, যা ত্বকের অতিরিক্ত তেলতেলে ভাব ও প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি টক দই ব্রণ উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। এছাড়া ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখে টক দই।

ত্বকের বার্ধক্য প্রতিরোধে যে ভাবে টক দই ব্যবহার করবেন-

১) এক চামচ টক দই নিন। এতে মধু মিশিয়ে নিয়ে ত্বকের উপর ভাল করে লাগিয়ে নিন। ১০-১৫ মিনিট রাখুন। তারপর জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। এই উপায়ে সহজেই আপনি ত্বকের প্রদাহ কমাতে পারবেন এবং ত্বককে হাইড্রেটেড রাখতে পারবেন।

২) ত্বকের সমস্যা প্রদাহ ও বার্ধক্যের লক্ষণগুলো কমাতে টক দইয়ের সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। এই উপায়ে মুখে টক দই মাখলে আপনি সহজে ট্যানও দূর করতে পারবেন। এই ফেসপ্যাক আপনাকে এনে দেবে কোমল ত্বক।

ত্বকের হরেক মুশকিল আসান করবে টক দই

একদিকে সংসারের কাজ, অন্যদিকে অফিস। সারা দিন ঘরে-বাইরের কাজ সামলাতে গিয়ে নিজের যত্ন নেওয়ার ফুরসত মেলে না। কাজেই আলাদাভাবে ত্বকের পরিচর্যা করারও প্রশ্ন ওঠে না। দিনের পর দিন এ ভাবে অবহেলার কারণে ব্রণ, ট্যান, ব্যাশ, লালচেভাব, কালচে দাগছোপের মতো নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। যার ফলে স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ঘাটতি পড়ে।

ত্বকের এই সব সমস্যা থেকে রেহাই দিতে পারে টক দই। ব্রণ থেকে দাগছোপ, যে কোনও সমস্যায় দারুণ উপকারী দই। টক দইয়ের প্যাক মাখলেই, ত্বকের একগুচ্ছ সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন একসঙ্গে।

দইয়ে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বকের মরা চামড়া অপসারণ করে। এর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ ত্বকে ব্রণ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া কমায়। এ ছাড়াও, দই জিঙ্ক সমৃদ্ধ, যা ত্বকে তেল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রদাহ কমায়। দই ব্যবহারে ত্বক হাইড্রেট থাকে এবং জেল্লা বাড়ে। দেখে নিন, গরমে ত্বকের পরিচর্যায় টক দই কী ভাবে ব্যবহার করবেন।

দইয়ের ফেস মাস্ক

এক টেবিল চামচ টক দইয়ের সঙ্গে এক চা চামচ মধু মিশিয়ে মুখে লাগিয়ে নিন। ১৫ মিনিট পরে হালকা গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। এই ফেস মাস্ক ত্বককে হাইড্রেট করে, ত্বকের প্রদাহ কমায়।

দই এবং ওটমিল বডি স্ক্রাব

টক দইয়ের সঙ্গে ওটমিল মিশিয়ে নিন। স্নানের সময় এটি বডি স্ক্রাব হিসেবে ব্যবহার করুন। এই স্ক্রাব ত্বকের মৃত কোষ দূর করবে। ফলে দেহের ত্বক আরও নরম ও মসৃণ হয়ে উঠবে।

দই এবং শসা আই মাস্ক

শসা গ্রেটকরে এক টেবিল চামচ দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। চোখের নীচের অংশে দই-শসার মিশ্রণটি লাগিয়ে ১০-১৫ মিনিট রাখুন। এতে চোখের ফোলাভাব এবং কালো দাগছোপ কমবে।

সোমবার প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত হয় সাংবাদিক সম্মেলনের। ছবি- নিজস্ব

এনআইএ সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ১৯টি জায়গায় অভিযান চালায়

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) সোমবার চরমপন্থী জিহাদি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের ১৯টি স্থানে এনআইএ-এর দল সোমবার অভিযান চালিয়েছে। স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় সোমবার সকালে এনআইএ-র শুরু হওয়া অভিযান এখনও অব্যাহত রয়েছে। অভিযান চালিয়ে এনআইএ-র দল মহম্মদ উমর মহম্মদ, ফয়জল রামানি, তানভীর আহমেদ, মহম্মদ ফারুক এবং জুনায়েদ আহমেদের বাসস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি, ডিজিটাল ডিভাইস সহ নগদ ৭.৩ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে। নিরাপত্তার কারণে, এনআইএ অভিযানের স্থান সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করেনি। এনআইএ-র আধিকারিকরা জানিয়েছেন, জুনায়েদ আহমেদ এবং অন্য তিন অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। দুজন সন্দেহভাজনের খোঁজে অন্যান্য জায়গায় অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে এনআইএ-র দল। এদিনের অভিযানকে একদিন আগে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে লস্কর-ই-তৈয়বার বিভিন্ন ঠিকানায় এনআই-এর পরিচালিত অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে পেঁয়াজ না পাঠাতে পারায় কয়েকশো কোটি টাকার ক্ষতির আশঙ্কা

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের ঘোজাডাঙা সীমান্ত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থল বন্দর। এখান থেকে বিভিন্ন খাদ্যশস্য বাংলাদেশে রফতানি হয় পণ্যবাহী ট্রাকে। সারি সারি পেঁয়াজবোঝাই লরি ক'দিন ধরে সেখানে দাঁড়িয়ে। এই পরিমাণ পেঁয়াজ সীমান্তে এভাবে দাঁড়িয়ে পচলে আন্তঃ বাণিজ্য খাতে কয়েক কোটি টাকা লোকসান হবে। আর সেটাই এখন মূল চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যবসায়ীদের কাছে।

পেঁয়াজ রফতানি নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি হলেও রফতানি এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে সীমান্তেই আটকে রয়েছে পেঁয়াজ বোঝাই পণ্যবাহী ট্রাক। ক্ষতির মুখে দুই দেশের ব্যবসায়ীরা। ঘোজাডাঙায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে প্রায় ৩০টি লরিতে ৪৫০ টন পেঁয়াজ আটকে রয়েছে। সেখানেই তা পচে যাচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে কোটি কোটি টাকার।

দেশজুড়ে পেঁয়াজের দাম অগ্নিমূল্য। বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যে পেঁয়াজের জোগান কমেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে অগ্নিমূল্য হচ্ছে পেঁয়াজের বাজার। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে চুক্তি হওয়া মহারাষ্ট্রের নাসিকের পেঁয়াজ এবার দিতে রাজি নয় ভারত সরকার। স্বভাবতই বিপাকে বাংলাদেশ সরকার। চলতি মাসের ৭ তারিখ থেকে আজও পর্যন্ত আটকে রয়েছে ট্রাকগুলি।

এদিকে ভারতের ব্যবসায়ীরা কিছু কিছু ট্রাক থেকে পেঁয়াজ নামিয়ে খোলা বাজারে বিক্রি করার চেষ্টা করছেন। কারণ যত সময় যাবে, পেঁয়াজে পচন ততই বাড়বে।

"রাজ্যটাকে শ্যামাপ্রসাদ জিহাদিপ্রেমীদের জন্য তৈরি করেননি", মন্তব্য তথাগতের

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজ্যটাকে শ্যামাপ্রসাদ জিহাদিপ্রেমীদের জন্য তৈরি করেননি বলে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

তথাগতবাবু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক অনুপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুটি এক্স হ্যাণ্ডেলে মন্তব্য করেছেন, ''আপনি জিহাদিদের পদাঘাত খেতে ভালবাসেন, বাংলাদেশী মুসলমান ঘুসপেটকে কোলে বসিয়ে আদর করতে চান, স্বধর্মীয় হিন্দুদের বঞ্চিত করে মুসলমানদের সুবিধা দিতে চান, বুঝতে পারি। তাই বলে আমাকে অন্য রাজ্যে গিয়ে বাস করতে হবে? আজব আবদার ! বরঞ্চ অপেক্ষা করুন, কবে দিদিমা প্রধানমন্ত্রী হবেন।

সকালে আপনি যখন উঠবেন তখন আপনার মনোরঞ্জন করতে হবে এমন কোনো দায় আমার আছে কি! এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটাকে শ্যামাপ্রসাদ সৃষ্টি করেছিলেন যাতে বাঙালি হিন্দু মাথা উঁচু করে ভারতের নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকতে পারে। জিহাদিপ্রেমীদের জন্য তো নয় ! আপনার ইচ্ছা হলে ইসলামী বাংলায় চলে যেতে পারেন।''

অনুপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "কি আবার করবে? সাধারণ মানুষের খাবারে টান পড়বে আর হিন্দু মুসলমান এর মধ্যে কলহ বাড়িয়ে নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতে চাইবে। ধর্মীয় বিভাজন বাড়ান ছাড়া তারা আর কিছু করতে পারে বলে মনে হয় না।

তার চেয়ে বেশি সহজ আপনাদের মত মানুষদের বিজেপি শাসিত রাজ্যে গিয়ে থাকা। আপনারাও বাঁচবেন আমরাও বাঁচব। আমাদের আর রোজ সকালে উঠে ধর্মীয় তরজা শুনতে হবেনা আর ঝটকা না হালাল বিচার করতে হবে না।" এর জবাবেই তথাগতবাবু উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন।"

কনেপক্ষ না আসায় হলো না বিয়ে, পুলিশের দ্বারস্ত পাত্রপক্ষ

পূর্ব বর্ধমান, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): বিয়ের টোপ দিয়ে ডেকে পাঠিয়ে প্রতারণা করেছেন কনে! এই অভিযোগে পুলিশের দ্বারস্থ হল হবু বর। আইবুড়ো ভাত খাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছে। নান্দীমুখের পর্বও শেষ। টোপর মাথায় বরযাত্রী সঙ্গে নিয়ে বর চলেও আসেন বিয়ে করতে। কনেপক্ষের কথামতোই তাঁরা কাটোয়ার ভাগীরথীর ফেরিঘাটের কাছে অপেক্ষা করেই চলেছেন। শীতের রাত। তবুও বিয়ের আশায় ধৈর্য্য হারাননি বর। কিন্তু বরযাত্রীদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে প্রায় ঘণ্টাতিনেক পর। সরাসরি কনে এবং কনের আত্মীয়দের মোবাইলে ফোন করেন তাঁরা। যদিও দেখা যায় সুইচড অফ। দীর্ঘক্ষণ পর বর বুঝলেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন। নদিয়ার কালীগঞ্জ থানার বালিয়াডাঙা ফরিদপুরের বাসিন্দা নয়ন ঘোষ রবিবার রাতে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় বিয়ে করতে আসেন। নয়ন রাজস্থানের জয়পুরে সোনার গয়না তৈরির কাজ করেন। তিনি জানান, মুর্শিদাবাদের শক্তিপুরের বাসিন্দা সোমনাথ ঘোষ তাঁর সহকর্মী। তাঁর মাধ্যমে বর্ধমান শহরের দতপাড়া এলাকার এক তরুণীর সঙ্গে পরিচয় হয়। তা থেকে প্রেম। বর্ধমান রেলস্টেশনে গিয়ে মাঝেমধ্যেই দেখা করেছিলেন। সেই তরুণীর কথামতোই বিয়ের ঠিক হয়েছিল।

ওই তরুণীই জানান, কাটোয়ায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে তাঁদের বিয়ে হবে। সেইমতো রবিবার নয়ন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব মিলে প্রায় ১৫ জনকে সঙ্গে নিয়ে কাটোয়ার গোয়ালপাড়া ঘাটে আসেন। তার পর যতবার কনেকে ফোন করা হয় ততবারই বলেন 'লোক যাচ্ছে'।

এভাবে প্রায় তিন ঘন্টা কেটে যায়। অবশেষে কনের মোবাইল সুইচড অফ। রাতে বর ও তাঁর আত্মীয়রা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান। কেন এমন করলেন ওই তরুণী, তা এখনও প্রতারিত যুবকের কাছেই স্পষ্ট নয়।

বাংলাদেশ সীমান্তে বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার, সাতসকালে চাঞ্চল্য মালদায়

মালদা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ফের খুনের ঘটনা। সীমান্ত লাগোয়া মালদার নলপুকুরিয়া এলাকার আমবাগান থেকে যুবকের বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার হল। এইনিয়ে সোমবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বাইরে কোথাও খুন করে ওই এলাকায় দেহ ফেলে রাখা হয়েছে লোপাটের উদ্দেশে। মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শুরু করেছে তদন্ত।

বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে মাত্র দু কিলোমিটার দূরে মালদার নলপুকুরিয়া এলাকা। সেখানেই সোমবার সাতসকালে আমবাগানে বস্তাবন্দি দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইংরেজবাজার থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্তে নামে। তবে মৃতের নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, কুপিয়ে খুন করা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে।

এরপর দেহ লোপাট করতে এভাবে বস্তায় মুড়ে এই জায়গায় এনে ফেলা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, "আমরা সকালবেলা দেখলাম, আমবাগানে বস্তার ভিতরে দেহ পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে, এখানকার কেউ না। কালিয়াচক বা অন্য কোনও এলাকার লোক। আবার বাংলাদেশের দিকে খুন করে দেহ লোপাটের জন্য এখানে ফেলে রাখা হয়েছে, তাও হতে পারে।" এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সীমান্ত এলাকা হওয়ায় এসব জায়গা স্পর্শকাতর, চলে বাড়তি নজরদারি।

কিন্তু তার মধ্যেই কে বা কারা এভাবে দেহ ফেলে রেখে গেল, বুঝতেই পারছেন না স্থানীয়রা।

চাকরি বাতিল নিয়ে এসএসসির তৃতীয় রিপোর্ট নিয়েও অসন্তুষ্ট হাই কোর্ট

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-র তৃতীয় রিপোর্টেও সন্তুষ্ট নয় কলকাতা হাই কোর্ট। আদালতের পর্যবেক্ষণ এখনও পর্যন্ত নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে পারেনি এসএসসি। ফের অবস্থান স্পষ্ট করার সুযোগ দিল হাই কোর্ট।

সোমবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রসিদির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, আগামী দু'দিনের মধ্যে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে চতুর্থ রিপোর্ট জমা দিতে হবে এসএসসি-কে।

হাই কোর্টের নির্দেশে গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি এবং নবম-দশমের অনেকের চাকরি বাতিল হয়। চাকরিহারাদের একাংশ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্টের বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি ফেরত পাঠায়।

প্রথম দিনের শুনানিতেই হাই কোর্ট এসএসসি-কে বলেছিল, অবস্থান জানিয়ে তাদের রিপোর্ট জমা দিতে হবে। অনিয়মের ঘটনা ঘটলে তারা কী করে এবং এ ক্ষেত্রে তারা কী পদক্ষেপ করেছে, তা জানতে চায় আদালত।

সোমবার এসএসসি জানায়, সিবিআই তদন্তের ভিত্তিতে এবং হাই কোর্টের নির্দেশে নবম-দশমে ৯৫২ জনের সুপারিশপত্র বাতিল করেছে তারা। ওই ৯৫২ জনের উত্তরপত্র বা ওএমআর শিটে 'অনিয়মের' বিষয়টি স্বীকার করে নেয় এসএসসি। তবে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি-র ক্ষেত্রে কিসের ভিত্তিতে সুপারিশপত্র বাতিল করা হয়েছে, তার সদুত্তর দিতে পারেনি এসএসসি। এসএসসির উত্তরে অসন্তুষ্ট ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, আদালত কী বলেছে, তার থেকেও বড় কথা আপনারা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

মলদায় কাঠ চেরাইয়ের সময় ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেল শ্রমিকের

মালদা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মালিওর গ্রামে কাঠমিলে কাঠ চেরাইয়ের সময় ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেল শ্রমিকের। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটছে সোমবার সকালে। তবে গ্রামবাসীদের দাবি এটি নিছক দুর্ঘটনা নয়। খুন করা হয়েছে তাঁকে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তি নাম সারিফুল (৪০)। সোমবার সকালে তিনি বাড়ি থেকে কাঠ মিলে আসেন। এরপরই হঠাৎ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর গলা কাটা। একদিকে মাথা পড়ে রয়েছে, অপরদিকে শরীর। আর কারখানার মেঝে ভাসছে রক্তে। কর্তব্যরত শ্রমিকদের দাবি, কাঠ কাটার সময় কোনও ভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে আর তখনই মৃত্যু হয়েছে। কেউ আবার বলছে এটি আত্মহত্যা। তবে খুনের তত্ব তুলে ধরেছেন পরিবারের লোকজন। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

"ওয়াইএসআর আরোগ্যশ্রী" স্বাস্থ্য প্রকল্পের সূচনায় অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

অমরাবতী, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগন মোহন রেড্ডি সোমবার "ওয়াইএসআর আরোগ্যশ্রী" স্বাস্থ্য প্রকল্পের সূচনা করেন। "ওয়াইএসআর আরোগ্যশ্রী" স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে দরিদ্র অন্ধ্র প্রদেশবাসীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হবে। ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যক্ষেত্রে রোগীদের সাহায্যে করা হবে। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের তরফ থেকে আরোগ্যশ্রী স্মার্ট কার্ড বিতরণ শুরু করা হয়েছে বলে এদিন জানান মুখ্যমন্ত্রী রেড্ডি।

মুখ্যমন্ত্রী সোমবার এই প্রকল্পের প্রচার চালিয়ে জানান, প্রতিটি সুবিধাভোগী পরিবারকে মোবাইল ফোনে আরোগ্যশ্রী অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। এই অ্যাপের মাধ্যমে প্রকল্পটি কীভাবে জনগণকে সাহায্য করবে এবং কীভাবে এর সুবিধা মানুষ পাবেন তা জানা যাবে। মন্ত্রিসভা অনুমোদনের পর, রেড্ডি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর ক্যাম্প অফিসে এই প্রকল্পটি চালু করেন।

গঙ্গারামপুরে খেলার ছলে বিষাক্ত ফল খেয়ে অসুস্থ ১১ জন শিশু

গঙ্গারামপুর, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : পড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর ব্লকের গোকর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় খেলার ছলে বিষাক্ত ফল খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল ১১ জন শিশু। অসুস্থ শিশুরা বর্তমানে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সোমবার হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, শিশুরা আপাতত স্থিতিশীল রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে গোকর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের বদলু গ্রামের বেশ কিছু শিশু প্রতিদিনের মতো স্থানীয় মাঠে খেলাধুলো করছিল। সেই সময় ১১ জন শিশু স্থানীয় জঙ্গল থেকে বিষাক্ত গাছের ফল পেড়ে খেলার ছলে খেয়ে নেয়।

খাদ্যে বিষক্রিয়া ! হাসপাতালে ভর্তি দাউদ ইব্রাহিম

করাচি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাসপাতালে ভর্তি মুম্বইয়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ হামলার মূলচক্রী দাউদ ইব্রাহিম। সূত্রের খবর, শরীরে বিষক্রিয়ার জেরেই করাচির হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে তাঁকে। কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা হাসপাতাল। আন্ডারওয়ার্ল্ড ডনের অসুস্থতার খবর প্রকাশ্যে আসতেই পাকিস্তান জুড়ে ইন্টারনেট পরিষেবাও ব্যাহত হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। তবে সরকারিভাবে দাউদের অসুস্থতা নিয়ে কিছু জানানো হয়নি।

সূত্রের খবর, গত দুদিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন দাউদ। হাসপাতালের একটি ফ্লোর একেবারে খালি করে দেওয়া হয়েছে তাঁর জন্য। চিকিৎসক ও পরিবারের একেবারে ঘনিষ্ঠরা ছাড়া কেউই দেখা করতে পারছেন না দাউদের সঙ্গে। প্রাথমিকভাবে খবর, বিষ খাওয়ানো হয়েছে কুখ্যাত ডনকে। তাঁর শারীরিক অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক বলেই সূত্রের খবর। যদিও দাউদের পরিবার বা করাচির হাসপাতালের তরফে এই নিয়ে কিছুই বলা হয়নি। দাউদের অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা পাকিস্তান জুড়ে ইন্টারনেট পরিষেবায় কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। লাহোর, ইসলামাবাদ, করাচির মতো দেশের প্রধান শহরগুলোতেও ধীর গতিতে চলছে ইন্টারনেট। রাত আটটার পরে ইন্টারনেট পরিষেবা কার্যত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মতো সোশাল মিডিয়াও কাজ করছে না। পাক প্রশাসনের এমন পদক্ষেপের পরই দাউদের অসুস্থতা নিয়ে জল্পনা আরও বাড়ছে ওয়াকিবহাল মহলে।

উল্লেখ্য, গত কয়েকমাস ধরেই পাকিস্তানে বসবাসকারী বেশ কয়েকজন জঙ্গি নেতার মৃত্যু হয়েছে। ভারতবিরোধী বলেই পরিচিত ছিলেন তাঁরা। এহেন পরিস্থিতিতে দাউদের অসুস্থতার খবরে তোলপাড় আন্তর্জাতিক মহল।

সভাকক্ষে হইহট্টগোলের জের, লোকসভা থেকে সাসপেন্ড অধীর-সহ কমপক্ষে ৩১ সাংসদ

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): বাদল অধিবেশনের পর এবার শীতকালীন অধিবেশন, আবারও লোকসভা থেকে সাসপেন্ড হলেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। অধীর ছাড়াও সোমবার লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে মোট ৩১ জন সাংসদকে। সংসদ ভবনে নিরাপত্তা লঙ্ঘন ইস্যুতে এদিন শুরু থেকেই সংসদে সরব হন বিরোধী সাংসদেরা। তুমুল চিৎকার শুরু হয় সংসদ কক্ষে। প্রথমে দুপুর ২টো ৪৫ মিনিট, পরে তিনটে পর্যন্ত সভার কাজ মুলতুবি করে দেন স্পিকার ওম বিড়লা। তার পরেও পরিস্থিতি তপ্ত হওয়ায় অধীর-সহ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করেন স্পিকার। আগামী ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে শীতকালীন অধিবেশন। তত দিন এই সাংসদেরা অধিবেশনে যোগ দিতে পারবেন না।

লোকসভা থেকে সাসপেন্ড হওয়ার বিষয়ে লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, 'আমি-সহ সমস্ত নেতাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আমরা কয়েকদিন ধরে আমাদের সাসপেন্ড হওয়া সদস্যদের পুনর্বহাল করার দাবি জানিয়ে আসছি, বলছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসুক। তিনি প্রতিদিন টিভিতে বিবৃতি দেন, তাহলে সংসদের নিরাপত্তার জন্য সরকার যা করছে তা নিয়ে সংসদেও তিনি একটু কথা বলতে পারেন।'

কংগ্রেস সাংসদ আব্দুল খালিক বলেন, 'নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনার বিষয়ে আমরা সরকারের কাছে উত্তর চেয়েছিলাম। আমরা শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলাম কখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাউসে আসবেন এবং এই বিষয়ে বিবৃতি দেবেন এবং এই প্রশ্নগুলি করার জন্য আমাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে। বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিমহা এবং রমেশ বিধুরির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এটি গণতন্ত্রের হত্যা। আমরা আমাদের আওয়াজ তুলতে থাকব।'

ভারতের উন্নয়নের স্বার্থে নারী, যুব শক্তি, কৃষক ও প্রতিটি দরিদ্রের উন্নয়নও খুব গুরুত্বপূর্ণ : প্রধানমন্ত্রী

বারাণসী, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতের উন্নয়নের স্বার্থে নারী শক্তি, যুব শক্তি, কৃষক ও প্রতিটি দরিদ্রের উন্নয়নও খুব গুরুত্বপূর্ণ। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আমার কাছে এই চারটি জাতই সবচেয়ে বড়। এই চার জাতি শক্তিশালী হলে গোটা দেশ শক্তিশালী হবে।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার বারাণসীতে নিজের সংসদীয় এলাকা সেবাপুরীতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় অংশ নেন। সেখানে তিনি বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন।

এরপরই বারাণসীতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। বারাণসীতে ""কাশী সংসদ জ্ঞান পরিতি"" রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল এবং কোড উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা থেকে চারটি ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'যারা বঞ্চিত ছিলেন, তাঁদের বিশ্বাস একদিন তাঁরাও নীতির সুফল পাবেন। জনগণের বিশ্বাস দেশের বিশ্বাসকেও বাড়িয়ে দিয়েছে যে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত অবশ্যই এগিয়ে যাবে।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'এখন কাশী-সহ সমগ্র দেশ উন্নত ভারত গড়তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা পৌঁছেছে হাজার হাজার গ্রামে, হাজার হাজার শহরে। এই যাত্রায় যোগ দিচ্ছেন কোটি কোটি মানুষ।' মোদী বলেছেন, 'যাঁরা আকর্ষণীয় দেব দীপাবলি দেখেছেন, এমনকি বিদেশিরাও আমাকে সব কথা বলেছেন। জি-২০ সম্মেলনে প্রতিনিধি হোক অথবা বারাণসীতে আগত অতিথি, যখন তারা বারাণসীর জনগণের প্রশংসা করেন, আমি গর্বিত বোধ করি... যখন বিশ্ব কাশীর মানুষের কাজের প্রশংসা করে, তখন তা আমাকে সবচেয়ে আনন্দিত করে।'

পুলিশের বাড়ি থেকে ১৫ ভরি সোনা, হিরে লুট

কলকাতা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): পুলিশের বাড়িতে ঢুকে শুধু চুরি নয়, নথি পর্যন্ত পুড়িয়ে দিল দুষ্কৃতীরা। এমন ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে বসিরহাটে। রবিবার মধ্যরাতে ওই চুরি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সকালে উঠে এলাকার বাসিন্দা তথা প্রাক্তন পুলিশ কর্মী দেখেন, তাঁর বাড়ির মন্দিরে থাকা কালী মূর্তির গায়ের গয়না চুরি করা হয়েছে। এছাড়াও দুই পুলিশ কর্মীর বাড়িতে ঢুকে কেউ বা কারা নথি পুড়িয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ।

অরিজিৎ সিং নামে এক প্রাক্তন পুলিশ কর্মী জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ির মন্দিরে প্রতিমার গা থেকে ১০ থেকে ১৫ ভরি সোনার গয়না এবং একটি হিরের টিপ চুরি হয়ে গিয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, মধ্যরাতে ঘরে ঢুকেছিল কেউ। ছিটকিনি ভেঙে জানালা খুলে দুষ্কৃতীরা বাড়িতে প্রবেশ করেছিল বলে জানিয়েছেন তিনি।

বসিরহাট পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বসিরহাট থানার পুলিশ। মিঠুন সর নামে এক পুলিশ অফিসারের অভিযোগ, তাঁর বাড়ির গেট ভেঙে বাড়িতে ঢুকে চুরি করা হয়েছে। তিনি সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না।

অভিযোগ, বাড়ির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং বিভিন্ন জিনিস আগুনে পুড়িয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। বসিরহাট থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। খোদ পুলিশের বাড়িতেই যদি চুরি হয়, তাহলে এলাকার সাধারণ মানুষের কী হবে, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

সোমবার মার্কফেড এর চেয়ারম্যানকে সংবধনা জানানো হয়। ছবি- নিজস্ব

পাকিস্তানের জঙ্গিগোষ্ঠীর অ্যাকাউন্টে কোটি টাকার লেনদেন, গ্রেফতার ১

উত্তর দিনাজপুর, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): অনলাইন ব্যবসার আড়ালে পশ্চিমবঙ্গে বসে পাকিস্তানের জঙ্গির সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার অভিযোগে কালিয়াগঞ্জ থেকে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সূত্রের খবর পেয়ে মুম্বই-এর অ্যান্টি টেরোরিজম স্কোয়াড গ্রেফতার করেছে অভিযুক্তকে।মুম্বই পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃতের নাম মুক্তা মাহাত। কালিয়াগঞ্জের বাঘন সংলগ্ন কাঁকড়া মোড় এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জঙ্গি সংগঠনে তথ্য পাচার এবং কোটি কোটি টাকা লেনদেনের অভিযোগও উঠেছে।ভারতীয় দণ্ডবিধির দেশদ্রোহী আইন সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় ধৃতের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে এটিএস। মুম্বই-এর অ্যান্টি টেরোরিজম স্কোয়াডের দাবি, পাকিস্তান,প্যালেস্তাইন, ইরান সহ একাধিক দেশে ভারতীয় নৌবাহিনী ও দেশের অভ্যন্তরীণ তথ্য পাচার করত অভিযুক্ত। অনলাইন ব্যবসার আড়ালে অভিযুক্ত তথ্য পাচার এবং আর্থিক লেনদেন করত বলে অভিযোগ।

গাঁজা পাচার করতে গিয়ে পুলিশের জালে দুই ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে যুদ্ধ জারি রেখেছে ত্রিপুরা পুলিশ। কিন্তু নেশাসামগ্রী পাচার পুরোপুরি বন্ধ করা যাচ্ছে না। পাচারকারীরা নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করে নেশা সামগ্রী পাচার করছে। এরই মধ্যে সোফার ভিতরে লুকিয়ে বহি:রাজ্যে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে চুরাইবাড়ি পুলিশের হাতে আটক দুই ব্যক্তি। পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আজ আগরতলা থেকে একটি লরি গৃহস্থালি জিনিস নিয়ে বহি:রাজ্যের দিকে যাচ্ছিল।তখন চুরাইবাড়ি নাকা পয়েন্টে থাকা পুলিশ সন্দেহভাজন লরিটিকে আটক করে।গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে সোফার ভিতরে থেকে ১৫০ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সাথে গাড়ির চালক ও সহ চালককে আটক করা হয়েছে। তাঁরা গাঁজা নিয়ে আগরতলা থেকে দিল্লির উদ্দেশ্য রওয়ানা দিয়েছিলেন।তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃতরা অসমের বাসিন্দা মোজীবর আলী, জাহাঙ্গীর হোসেন।তাকে থানা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। তাঁদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।বাজেয়াপ্ত গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক ২৫ লক্ষাধিক বলে জানিয়েছেন তিনি।

কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

প্রবীর চক্রবর্তী সাফ জানিয়ে দেন, কংগ্রেস মনে করে এই কর্মসূচির আড়ালে একটা বড় রাজনৈতিক দূরভিসন্ধি রয়েছে। যার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। বেশ ঠান্ডা মাথায় রাজনৈতিক লাভালাভের কারনেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রবীর চক্রবর্তী এদিন জে আর বি টির মাধ্যমে নিয়োগ নিয়ে প্রতিক্রিয়ার বলেন, এই নিয়োগে দূর্নীতি হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৫ জন বঞ্চিত প্রার্থী উচ্চ আদালতে মামলা করেছেন। কংগ্রেস কারোর চাকুরী বাতিলের দাবি করছে না। বরং কংগ্রেস দাবি করছে নিয়োগে মেধা তালিকায় যারা রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে চাকুরি দিতে হবে। নিয়োগ নিয়ে তদন্ত দাবি করে প্রবীর চক্রবর্তী রাজ্য সরকারের উপর অনাস্থা রেখে নিয়োগ কান্ডে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছেন। তার মতে , বিচার বিভাগীয় তদন্ত হলে আসল চিত্র উঠে আসবে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর চাকুরির অফার বিলি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, এ কি কান্ড দেখছে রাজ্যবাসী! চাকুরীর অফার মনোনীত ব্যক্তির বাড়ির ঠিকানায় ডাক যোগে আসার বিধিই দেখে আসছেন রাজ্যের মানুষ। এটাই নিয়ম। এখন সেই অফার বিলি করছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে প্রবীরের মন্তব্য, কি অদ্ভুত পরিস্থিতি কায়েম করেছে ওরা! এই দৃশ্য কখনো দেখেননি রাজ্যের সাধারন মানুষ। রাজ্যের জনগণ এসব বিষয়ের যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সিমলাগড়ে স্বামী প্রণবানন্দ দিব্যাঙ্গ সেবা নিকেতন

হুগলি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): কেউ জন্মকাল থেকে আবার কেউ বা বয়সকালে নানা অসুস্থতার কারণে ও শারীরিকভাবে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে পড়েন। এই সমস্ত দিব্যাঙ্গ বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের এখন থেকেই এক ছাতার তলায় থাকা এবং খাওয়া ও পড়াশোনার ব্যবস্থা করলো ভারত সেবাশ্রম সংঘ।

সংঘের গ্রামীণ সেবা কেন্দ্র হুগলি জেলার সিমলাগড়ে চালু হল স্বামী প্রণবানন্দ দিব্যাঙ্গ সেবা নিকেতন। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ সোমবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন সংঘের কার্যকারী সভাপতি স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মহারাজ, কলকাতার মনোবিকাশ কেন্দ্রের নির্দেশক ডক্টর অনামিকা সিনহা প্রমুখ।

সিমলাগড়ে জি টি রোডের ধারে চারতলার এই দিব্যাঙ্গ সেবা নিকেতনের উদ্বোধন করে সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়েদের জন্য ভারত সেবাশ্রম সংঘ দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে। গ্রামেরই কয়েকটি পরিবারের সহযোগিতায় সিমলাগড়ে এই কেন্দ্রে তৈরি হল। বর্তমানে এখানে ১৬ জন অটিজম ও বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেওমেয়েকে তাদের বাবা মায়ের সঙ্গে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এবং অটিজম ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের চিকিৎসা ও শারীরিক - মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার উপরেও জোর দেওয়া হবে। হুগলি জেলার পান্ডুয়া থানার অধীনে রয়েছে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সিমলাগড় শাখা। এর অধ্যক্ষ স্বামী সর্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, ২০২১ সালে সিমলাগড় ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে এই গ্রামীণ সেবা কেন্দ্র তৈরি হয়। তারপর থেকে বিনামূল্যে চক্ষু সহ নানা চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে গ্রামবাসীদের। সংশ্লিষ্ট গ্রামের কয়েকটি পরিবারের সহযোগিতায় এই দিব্যাঙ্গ সেবা নিকেতন গড়ে তোলা হয়েছ। আগামীদিনে আবাসিকরা ছাড়াও যাতে পার্শবর্তী গ্রামগুলি থেকে দিব্যাঙ্গ ছেলেমেয়েরা এখানে বিনামূল্যে পড়াশোনা করার সুযোগ পান তারও সুব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

প্রয়াত করিমগঞ্জের রাধাপ্যারী বাজারের রপেন বৈদ্য

বাজারিছড়া (অসম), ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লোয়াইরপোয়া ব্লকের ডেঙ্গারবন্দ জিপির রাধাপ্যারী বাজারের বাসিন্দা সর্বজনপরিচিত রপেন বৈদ্য আর নেই। দীর্ঘদিন থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। আজ সোমবার ভোররাত প্রায় দুটো নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রপেন বৈদ্য। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। রেখে গেছেন পাঁচ পুত্র, দুই কন্যা সহ অসংখ্যে গুণমুগ্ধকে।

জানা গেছে, আগামীকাল মঙ্গলবার তাঁকে শিলঙে অবস্থিত 'নর্থ-ইস্টার্ন ইন্দিরা গান্ধী রিজিওনাল হেল অ্যান্ড মেডিক্যাল সায়েন্স' (নেইগ্রিমস)-এ নিয়ে ডাক্তার দেখানোর কথা ছিল। তাই গত দুদিন ধরে তিনি মেঘালয়ের ক্ল্যাহরিয়েটে অবস্থানরত ব্যবসায়ী-পুত্রদের ঘরে ছিলেন। রবিবার রাতে হঠাৎ তাঁর হৃদযন্ত্রে সমস্যা দেখা দিলে প্রথমে তাঁকে সেখানকার স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়।পরে ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁকে জোয়াই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু জোয়াই যাওয়ার পথে রাত দুটো নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রপেনবাবু।আজ সোমবার সকালে প্রয়াতের মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় রাধাপ্যারী বাজারে তাঁর নিজস্ব বাড়িতে। এদিন দুপুরে বাড়ি-লাগোয়া অস্থায়ী শ্মশানঘাটে প্রয়াতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।প্রয়াত রপেন বৈদ্য ইতোপূর্বে লক্ষ্মীমালা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তাছাড়া তিনি বিগত দিনে ছিলেন নির্বাচিত ওয়ার্ড মেম্বার। আমৃত্যু তিনি ছিলেন বিজেপির একনিষ্ঠ কার্যকর্তা। সৎ, পরোপকারী ও ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে তিনি সবার কাছে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। কাতারে কাতারে মানুষ প্রয়াতের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এই কলেজ স্থাপন সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ডোনার মন্ত্রক এই ডেন্টাল কলেজটির পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ২০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে।

এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ তিনি মনে করেন যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন না হলে দেশেরও উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে রাজ্যে বর্তমানে ২টি মেডিক্যাল কলেজ, নার্সিং কলেজ, রিপস্যাট, ডেন্টাল কলেজ সহ বহু সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সেগুলিকে ভিত্তি করেই আগামীদিনে রাজ্যে মেডিক্যাল হাব গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে সরকার আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিপি ও আইজিএম হাসপাতালে রেফারেল রোগীর চাপ কমানোর লক্ষ্যে জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা হাসপাতালগুলিতে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে ট্রমা কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ক্যান্সার রোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান আরও সহজতর করার লক্ষ্যে অটলবিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে 'মেরা হাসপাতাল' পোর্টাল চালু করা হয়েছে। শুধু তাই নয় রোগীদের সার্বিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে জিবিপি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৭২৭ থেকে বাড়িয়ে ১৪১৩ করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যে নতুন ১০০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে একটি নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার সংকল্প নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, ২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজের উদ্বোধন করেন। সেদিন রাজ্যবাসীর দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল। রাজ্যবাসীর এই স্বপ্নপূরণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ শালু রায় ও ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য শাখার সভাপতি ডাঃ সমীর রঞ্জন দত্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ডঃ সন্দীপ আর রাঠোর, ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিসের অধিকর্তা ডাঃ সুপ্রিয় মল্লিক, মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তা ডাঃ এইচ পি শর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ অঞ্জন দাস, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা দিলীপ কুমার চাকমা প্রমুখ।

পুলিশের জালে

● প্রথম পাতার পর

শ্রীনগর থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশ ৩৪১/৩২৫/৩৯২/৪২৭/৩৪ আইপিসি ধারায় একটি মামলা নথিভুক্ত করে যার নম্বর এসআরএন পিএস -২৫/২০২৩, রবিবার শ্রীনগর থানার পুলিশ বিশ্রামগঞ্জ থেকে ভুট্টুকে গ্রেফতার করে। সোমবার শ্রীনগর থানা থেকে ভুট্টুকে আদালতে সোপর্দ করলে আদালত তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করে। বিশালগড় বাইপাসে ছিনতাই সহ আন্তঃরাজ্য গাঁজা, ইয়াবা, কফ সিরাপ, ব্রাউন সুগারের অবৈধ পাচার বানিজ্যের সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত বলেও অভিযোগ রয়েছে এই মৃনাল ওরফে ভুট্টুর বিরুদ্ধে। মূলত বিশালগড়ের শাসক দলের এক প্রভাবশালী নেতার নাম ভাঙ্গিয়েই এই অবৈধ কারবার চালাতো ভুট্টু। ইতিপূর্বে রাজ্যের বেশ কিছু থানায় তার নামে মামলা থাকলেও পুলিশ তাকে গ্রেফতার তো দূরের কথা তার টিকির নাগালও পায়নি, তবে এবার শ্রীনগর থানার পুলিশ তাকে গারদে পুরে রাজ্য পুলিশের মান বাঁচিয়েছে বলেই ধারনা বিভিন্ন মহলের।বর্তমানে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বিশালগড়বাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস পেয়েছে বলে ধারণা করছেন।

উকাপা স্বশাসিত পরিষদীয় নির্বাচনে মঙ্গলবার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করার সম্ভাবনা কংগ্রেস, বিজেপি তৃণমূলের

হাফলং (অসম), ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : ত্রয়োদশ উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস বিজেপি কোনও দলই এখনও তাদের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে পারেনি। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ২১ ডিসেম্বর। কিন্তু আজ সোমবার পর্যন্ত কংগ্রেস, বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেনি। তবে আগামীকাল মঙ্গলবারের মধ্যেই এই তিন দল তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার প্রবল সম্ভাবনা।

ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিষদের ২৮টি আসনের মধ্যে ২৭টি আসনের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করে ফেলেছে দলের নির্বাচনী কমিটি। তবে পরিষদের হাজাডিসা আসনে প্রার্থীর নাম এখনও চূড়ান্ত করতে না পারলেও হাফলং আসনে কংগ্রেস প্রার্থী করতে পারে পরিষদের প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য মায়ানন কেম্প্রাইকে। এছাড়া মাহুর আসনে কংগ্রেস প্রার্থী করতে পারে প্রয়াত কংগ্রেস নেতা পূর্ণেন্দু লাংথাসার স্ত্রী পিলপিলিকা লাংথাসাকে।

এদিকে বিজেপিও পরিষদের ২৮টি আসনে তাদের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে পারেনি। জানা গিয়েছে, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের বর্তমান বিজেপি সদস্যদের অনেকের নাম প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে। আর তাঁদের পরিবর্ত নতুন মুখ আসার সম্ভাবনা বেশি। তবে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের বর্তমান মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা পরিষদের পূর্ব মাইবাং আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন এবং পশ্চিম মাইবাং আসনে পার্বত্য পরিষদের প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য মোহিত হোজাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রবল সম্ভাবনা।

হাফলং আসনে ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি সভাপতি ধনপাইনন থাওসেন ও মনোজ গার্লোসা প্রার্থিত্বের দাবিদার। তবে শেষ পর্যন্ত কে টিকিট পাবেন তা দেখার। এছাড়া হাফলং আসনে প্রার্থিত্বের দাবিদার হিসেবে জেলা বিজেপি সভাপতি ধনপাইনন থাওসেনের পাল্লা বেশি ভারী।এদিকে পরিষদের মোট ২৮টি আসনে বিজেপির একাধিক দাবিদার থাকায় দল প্রার্থী চয়নে কিছুটা বিলম্ব করছে। তবে সোমবার রাতের মধ্যেই বিজেপি প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করে পরিষদের ২৮টি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করতে পারে বলে খবর।অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস পরিষদের ২৮টি আসনের মধ্যে ১২টি আসনে তাদের প্রার্থী নাম চূড়ান্ত করে ফেলেছে। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে বলে দলীয় সুত্রে জানা গিয়েছে।

বাংলাদেশে দ্বাদশ সংসদ নির্বচনে আইশৃঙ্খলা রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনী মোতায়ে করা হবে : নির্বাচন কমিশন

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স): বাংলাদেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর অগ্রবর্তী টিমকে ভোটের মাঠে নামতে বলেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সোমবার (১৮ ডিসেম্বর) ইসির নির্বাচন ব্যবস্থাপনা শাখার উপসচিব মো. আতিয়ার রহমান সশস্ত্র বাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারকে (পিএসও) এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠিয়েছেন।

এর আগে সেনা মোতায়েন জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল অনুরোধ জানালে রাষ্ট্রপতি এতে সম্মতি দেন। ভোটগ্রহণের আগে, দিন ও ভোটগ্রহণের পরে শান্তি-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য ইন এইড টু সিভিল পাওয়ারের আওতায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সমগ্র বাংলাদেশের ৩শ'টি নির্বাচনী এলাকায় ২৯ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত (যাতায়াত সময়সহ) সশস্ত্র বাহিনী নিয়োজিত হবে মর্মে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।পিএসওকে লেখা চিঠিতে আতিয়ার রহমান উল্লেখ করেছেন, আগামী ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান করার নিমিত্ত নির্বাচন কমিশন সম্ভব সব আইনানুগ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়েছে। নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখার জন্য সার্বিক প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, মোতায়েন করা সশস্ত্র বাহিনী নির্বাচনী কাজে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের পরামর্শে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী বেসামরিক প্রশাসনকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় যেভাবে সহায়তা করবে।

হাইলাকান্দি লালা এফসিআই গুদামে ধান ক্রয় কেন্দ্রের সূচনা

হাইলাকান্দি (অসম), ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার লালা বাজার এফ সি আই গুদামে সোমবার থেকে ২১৮৩ টাকা কুইন্টাল মুল্যে ধান ক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন হল। এদিন গোদামে লালা ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিক ভাবে সরকারি মূল্যে ধান ক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন জেলা আয়ুক্ত নিসর্গ হিভারে। এ উপলক্ষে এফ সি আই গোদাম প্রাংগনে ভারতীয় খাদ্য নিগমের ডিভিশ্যনাল ম্যানেজার সন্দিপন বরঠাকুরের পৌরোহিত্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে হাইলাকান্দির এডিশ্যনাল ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার এল খিয়েংতে, ভারতীয় খাদ্য নিগমের এজিএম অমূল্য কে এন, লালার সার্কল অফিসার ভাস্করজ্যোতি তালুকদার, জেলা খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের এডিএস দ্বীপেন কুমার শর্মা, লালা এফসিআই গোদামের ইনচার্জ মাগনু সিংহ, এফ সি আই আধিকারিক বিশ্বজিৎ দেবনাথ, রোহিত রায় প্রমুখ অংশ নেন।এদিন প্রতি কুইন্টল ২১৮৩ টাকা মুল্যে ধান ক্রয় প্রক্রিয়ার সূচনা করে জেলা আয়ুক্ত নিসর্গ হিবরে কৃষক চাষীদের আয় দ্বিগুন করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন গনমূখী প্রকল্পের সফল রূপায়নে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার নিসর্গ হিবরে গৌতম এদিন হাইলাকান্দি জেলার কৃষক চাষীদেরকে তাদের অতিরিক্ত ধান বিক্রয়ের আহবান জানিয়ে বলেন, হাইলাকান্দি জেলার লালা বাজার এফ সি আই এবং বোয়ালিপারে সরকারের পক্ষ থেকে ধান ক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে।যেখানে প্রতি ক্যুইন্টল ২১৮৩ টাকা মুল্যে ধান ক্রয় করা হবে। বাজারের চাইতে বেশি মুল্যে ধান ক্রয় করছে সরকার । ওই দুই কেন্দ্রে ধান বিক্রয় করলে কৃষকরা বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হবেন। কৃষক চাষীদের পুরো তথ্য সরকারি নথিপত্রের ডাটায় যেমন আসবে তেমনি বিভিন্ন সময়ে তারা ট্যাকনিকেল সাপোর্ট চাষাবাদের জন্য ট্র্যাক্টর, সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, প্রধানমন্ত্রী কিষান, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা সহ বিভিন্ন ধরনের বীমার সুযোগ সহজেই পেতে পারবেন। কারন তাদের পুরো তথ্য সরকারি নথিপত্রে নথিভুক্ত থাকবে। ডিসি হিভারে হাইলাকান্দি জেলার কৃষকদেরকে জেলার বাইরে ধান বিক্রি না করতে রীতিমতো সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ইতিমধ্যে জেলার বাইরে পাচারের পথে লক্ষীনগর ফাঁড়ি পুলিশ বেশ কিছু ধান বাজেয়াপ্ত করেছে। তিনি চাষীদেরকে ধান ক্রয় কেন্দ্রে এসে নাম রেজিষ্ট্রেশন সহ ধান বিক্রির ফর্ম পূরণ করতে পরামর্শ দিয়ে বলেন, ধানের স্যাম্পুল প্রথমে ক্রয় কেন্দ্রে জমা দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোন অসুবিধা হলে সার্কুল অফিস ডিসি অফিস অথবা কৃষি বিভাগীয় আধিকারিকদের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ডিসি তার বক্তব্যে জানান। এর আগে শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে ভারতীয় খাদ্য নিগমের ডিভিশ্যনাল ম্যানেজার সন্দিপন বরঠাকুর। তিনি বলেন, কৃষকরা ধান বিক্রির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ডিবিটি-র (ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার) মাধ্যমে টাকা পেয়ে যাবেন। লালা বাজার এফ সি আই ক্যাম্পাসে ধান ক্রয় কেন্দ্রে এবছর পাঁচ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। তাছাড়া ধান ক্রয় কেন্দ্রে কৃষক চাষীদের জন্য কমপ্লেন সেন্টার খোলা থাকবে। যে কোন অভাব অভিযোগ ওই কেন্দ্রে জানাতে পারবেন। আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে তা সমাধান করা হবে।

কার্বি আংলঙে জিপসি—এসইউভি মুখোমুখি মহিলা সহ হত চার, আহত চার

বোকাজান (অসম), ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : গোলাঘাট জেলার অন্তর্গত ধনশিরি মহকুমার সীমান্তবর্তী কার্বি আংলং জেলাধীন বড়পথার পুলিশ থানা এলাকার হলৌখোয়ায় ৩৯ নম্বর জাতীয় সড়কে সোমবার সকালের দিকে ভয়ংকর এক সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে এক মহিলা সহ চার ব্যক্তির। একই ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরও চারজন। হতাহতদের সাত জন নাগাল্যান্ড এবং একজন অসমের রাজধানী গুয়াহাটির বাসিন্দা বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, ডিমাপুরগামী এএস ০১ এফজে ৪১১৪ নম্বরের চার চাকার এসইউভি থার গাড়ি এবং এনএল ০৪ সি ৩৮০১ নম্বরের গোলাঘাট অভিমুখী একটি জিপসির মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়ংকর এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই চারজন মৃত্যুবরণ করেছেন। পাশাপাশি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরও চারজন।

নিহতদের নাগাল্যান্ডের মন জেলার বাসিন্দা এন লাংফাং কন্যাক (৩৫), নিয়াংমেই বি কন্যাক (৩৩), নিয়ামসন (২৩) এবং নিয়াপা (২৭) বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া আহতদের তিনজন নাগাল্যান্ডের মন জেলার বাসিন্দা কাইয়াং (২০), আংলং (১১), তাইবে ২৯) এবং গুয়াহাটির গরচুক এলাকার বাসিন্দা এসইউভি থার গাড়ির চালক রাতুল বসুমতারি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।এদিকে দুর্ঘটটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বড়পথার থানা থেকে পুলিশের দল অকুস্থলে ছুটে যায়। তাঁরা হতাহতদের উদ্ধার করে বোকাজান সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের গুয়াহাটিতে পাঠানো হয়েছে। গুয়াহাটির হাসপাতালে আহতদের ভরতি করে চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে ময়নাতদন্তের জন্য মৃত চারজনের মরদেহ বোকাজান হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

মঙ্গলবার মাটিজুরি-পাইকান ও রাঙ্গাউটি পঞ্চায়েতে সংকল্প যাত্রা

হাইলাকান্দি (অসম) ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার অধীনে পঞ্চায়েতে গুলিতে আয়োজিত বিভিন্ন কার্যসূচির অঙ্গ হিসাবে সোমবার চন্ডিপুর এবং বাঁশডর পঞ্চায়েতে পৃথক পৃথক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে উভয় পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সফল রূপায়ণের চিত্র তুলে ধরতে স্টল খোলা হয়। এতে ওই প্রকল্পগুলির যোগ্য হিতাধিকারীদের নামও নথিভুক্ত করা হয় যাতে করে পরবর্তীতে প্রকল্পে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সভা গুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়নের ফলে উপকৃত ব্যক্তিরা তাদের সাফল্যের কাহিনী তুলে ধরেন। পাশাপাশি সমগ্র দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প রূপায়ণের ফলে জনসাধারণ কিভাবে লাভবান হচ্ছেন তা তুলে ধরা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার গাড়ির মাধ্যমে। উভয় জিপিতে সোমবারের সংকল্প যাত্রায় ২৫০ টিরও বেশি আয়ুষ্মান কার্ড বন্টন করা হয। ড্রোনের মাধ্যমে কিভাবে কৃষি ক্ষেত্রে রাসায়নিক এবং সার প্রয়োগ করা যায় তাও প্রদর্শন করা হয়। স্বাস্থ্য বিভাগের শিবিরে ১৪৩ জন কে চিকিৎসা করা হয় সোমবার।এদিকে মঙ্গলবার অর্থাৎ ১৯ ডিসেম্বর মাটিজুরি পাইকান পঞ্চায়েতের টেম্পুর বাজারে সকাল সাড়ে নয়টায় এবং রাঙ্গাউটি পঞ্চায়েতের ৪৩৯ নং হামিদ রাজা এলপি স্কুলে বেলা দেড়টায় অনুরূপ বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা আয়োজন করা হয়েছে।

নিহত এক

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরা,ভাগিনা জীতেন,উত্তম ও শান্তি ত্রিপুরার নামে বিলোনীয়া থানায় মামলা করেছে।বিলোনীয়া থানার পুলিশ রবিবার গভীর রাতে খুনের সাথে যুক্ত সন্দেহে মৃতের ভাই কে আটক করে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

ঘটনায় জানা যায়,বিলোনীয়ার পশ্চিম পাইখোলার তৈছামা এলাকার রাজু ত্রিপুরা গত শুক্রবার রাতে পার্শবর্তী ভাই সাধন ত্রিপুরা বাড়িতে যায়। সেখানে সাধন ত্রিপুরা সহ সবাই মিলে মদ্যপান করে। মদের আসরে তাদের মধ্যে পুরানো একটি বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে শুরু হয় মারামারি। ছুটে আসে মৃত রাজু ত্রিপুরার বোন মাধবী ত্রিপুরা, ভাগিনা জীতেন ত্রিপুরা, উত্তম ত্রিপুরা, শান্তি ত্রিপুরা। সবাই মিলে রাজু ত্রিপুরা কে প্রচন্ড মারধর করে। রাজু ত্রিপুরার স্ত্রী প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় অনেক কষ্টে রাজু ত্রিপুরা কে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। রাজু ত্রিপুরার অবস্থা বেগতিক দেখে নিয়ে আসে বিলোনীয়া হাসপাতালে।বিলোনীয়া হাসপাতাল থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে।

শনিবার দুপুরে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে রাজু ত্রিপুরার শারীরিক অবস্থা র অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে গোমতি জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে রাজু ত্রিপুরার মৃত্যু হয়। মৃতের শেষকৃত্য শেষ করে রাজু ত্রিপুরার স্ত্রী পাঁচ জনের বিরুদ্ধে বিলোনীয়া থানায় মামলা করে। বিলোনীয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি সুকান্ত ত্রিপুরা পুলিশ নিয়ে রবিবার গভীর রাতে সাধন ত্রিপুরা কে তার তৈছামা বাড়ি থেকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। সোমবার বিলোনীয়া থানার পুলিশ ধৃত সাধন ত্রিপুরা কে তিন দিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হলে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

প্রসাশনের উচ্চ পদস আধিকারিকরা সহ শিক্ষকরা।

বিদ্যালয়ে জনৈক শিক্ষক জানিয়েছেন, বিদ্যালয়ে দুইজন শিক্ষক প্রধানশিক্ষক হয়ে অন্য বিদ্যালয়ে বদলি হয়েছে। এবিষয়ে আজকে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

ক্রীড়াঙ্গন

চাম্পামুরাকে হারিয়ে ডাবল হ্যাটট্রিক এডি নগরের, টানা জয় শতদলেরও

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। অপরাজেয় এডি নগর। টানা ছয় ম্যাচে জয়। এককথায় ডাবল হ্যাটট্রিক। আজ, সোমবার ষষ্ঠ ম্যাচে চাম্পামুরাকে সাত উইকেট হারিয়ে এডি নগর জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে ডাবল হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে। খেলা ছিল নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে চাম্পামুরা প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এডি নগরের ফিল্ডারদের দক্ষতায় পাঁচটি উইকেটের রান আউট চাম্পামুরাকে ৪৫ রানে থামিয়ে দেয়। জবাবে এডি নগর প্লে সেন্টার ২৩ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে তীর্থ চক্রবর্তী ১৫ রানে তিনটি উইকেট দখল করে ম্যাচের সেরা হয়েছে। এদিকে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে শতদল সংঘ প্লে সেন্টারও। খেলা ছিল তালতলা স্কুল মাঠে। টস জিতে শতদল সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে সীমিত ৪০ ওভারে পাঁচ উইকেটে ১৩৪ সংগ্রহ করলে জবাবে মৌচাকের ইনিংস ১১৩ রানে গুটিয়ে যায়। বিজয়ী দলের পক্ষে পাপাই দাসের অপরাজিত অর্ধশত রান (৫২ রান) ও ১৮ রানে তিন উইকেট দখল ম্যাচের সেরা স্বীকৃতি এনে দেয়। এছাড়া, মৌচাকের ঋক নারায়ন পাল তিনটি উইকেট পেয়েছে ২১ রানের বিনিময়ে।

ক্রীশ ভৌমিকের ৮ রানে ৭ উইকেট জয়ে ফিরেছে জুয়েলস, অনুরাগী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। জয়ে ফিরেছে জুয়েলস প্লে সেন্টার ও ক্রিকেট অনুরাগী। সুপার ফোরে খেলা অধরা ঠেকলেও ষষ্ঠ ম্যাচের মাথায় ক্রিকেট অনুরাগীর তৃতীয় জয় এবং জুয়েলসের দ্বিতীয় জয় উল্লেখযোগ্য বিষয়। আজ, সোমবার ষষ্ঠ ম্যাচে দশমীঘাটকে নয় উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে ক্রিকেট অনুরাগী তৃতীয় জয় পেয়েছে। খেলা ছিল ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে। দশমীঘাট টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে সীমিত ৪০ ওভারে ৭ উইকেটে ১২৩ রান সংগ্রহ করলে, ক্রিকেট অনুরাগী মাত্র ১৭ ওভার খেলে এক উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। অনুরাগীর বেদব্রত বণিকের অপরাজিত ৬০ রান এবং দশমীঘাটের প্রশান্ত বিশ্বাসের উনষাট রান উল্লেখযোগ্য হলেও রাজদীপ দাস ২১ রানে দুই উইকেট দখল করে ম্যাচের সেরা হয়েছে। অপর খেলায় লো-স্কোরিং ম্যাচে জুয়েলস কোচিং সেন্টার সাত উইকেটে দারুন জয় পেয়েছে জিবি প্লে সেন্টারকে হারিয়ে। নীপকো গ্রাউন্ডে খেলা শুরুতে টস দিতে জুয়েলস কোচিং সেন্টার প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে জিবি প্লে সেন্টারকে ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ জানায়। জুয়েলসের ক্রীশ ভৌমিকের বিধ্বংসী বোলিংয়ে জিবি প্লে সেন্টার পুরোটাই যেন ভূপাতিত হয়। ১৯.৫ ওভার খেলে ৩৭ রানে ইনিংস শেষ করলে, জবাবে জুয়েলস কোচিং সেন্টার ২১.১ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ক্রীশ ৮ রানে সাত উইকেট দখল করে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের খেতাব পায়।

প্রাইজমানি ভলিবল প্রতিযোগিতার আসর

ক্রীড়া প্রতিনিধি প্রাইজমানি পুরুষদের ভলিবল প্রতিযোগিতা শুরু ১৯ জানুয়ারি। চলবে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত। ৩৯ নং পুর ওয়ার্ডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে প্রথম বর্ষ 'গীতা রাণী দাস' স্মৃতি ওই আসর। খেলা হবে অরুন্ধতীনগর স্কুল সংলগ্ন ৩৯ নং পুর ওয়ার্ডের মাঠে। আসরে অংশ নিতে ইচ্ছুক ক্লাব বা সংস্থা গুলোকে ১৭ জানুয়ারির মধ্যে এন্ট্রি জমা দিতে বলা হয়েছে। এন্ট্রি ফি ৫০০ টাকা। সেরা দল পাবে সুদৃশ্য ট্রফি সহ ৩০ হাজার টাকা। নাম জমা দিতে হবে তাপস নাগ বা বিমান দেব বা শঙ্কর ঘোষ বা বিপ্লব চন্দ-র কাছে। উদ্যোক্তা কমিটির পক্ষে অলক রায় এক বিবৃতিতে এখবর জানান।

জাতীয় প্যারা সুইমিংয়ে সফল ত্রিপুরা দল পর্ষদে সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। সফল সাঁতারুদের সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে। মূলতঃ ২২তম জাতীয় প্রতিবন্ধী সাঁতার প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা রাজ্য থেকে অংশগ্রহণকারী সাঁতারুদের ব্যাপক সফলতা প্রাপ্ত হওয়ায় ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। গত ১১ থেকে ১৩ নভেম্বর গুয়াহাটিতে এই প্যারা স্যুইমিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে সমীর বর্মন, বিনীত রায় ও সপ্তর্ষি পালকে নিয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য দলের পক্ষে সমীর বর্মন একটি স্বর্ণ, একটি রৌপ্য, একটি ব্রোঞ্জ এবং বিনীত রায় দুটি স্বর্ণ এবং একটি রৌপ্য পদক জয় করে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করেছে। দলের সঙ্গে কোচ হিসেবে ছিলেন দীপক দাস। আজ স্পোর্টস কাউন্সিলে, এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজ্য দলের সাঁতারুদের এবং কোচকে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা, কোষাধ্যক্ষ তপন ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনূর্ধ ২৩ মহিলা টি-টোয়েন্টি হায়দ্রাবাদ-ত্রিপুরা ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ নভেম্বর।। শক্তিশালী হায়দরাবাদের মুখোমুখি হচ্ছে আগামীকাল ত্রিপুরা। কলকাতার সল্ট লেইকের ২২ ইয়ার্ড মাঠে হবে ম্যাচটি। অনূর্ধ-২৩ বালিকাদের টি-২০ ক্রিকেটে। রবিবার জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় ত্রিপুরার ক্রিকেটারদের মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। ওই অবস্থায় শক্তিশালী হায়দরাবাদকেও কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবেন ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা আশা করছেন ত্রিপুরার টিম ম্যানেজমেন্ট। দুদলই আপাতত ৫ টি করে ম্যাচ খেলে নিয়েছে। ৫ ম্যাচ খেলে হায়দরাবাদ ৩ টি এবং ত্রিপুরা ২ টি ম্যাচে জয়লাভ করেছে। শক্তির বিচারে ত্রিপুরা থেকে এগিয়েই মাঠে নামবে হায়দরাবাদ। তবে ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা বিনা লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ।

লিগ ওয়ান : ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে পয়েন্ট হারাল পিএসজি

প্যারিস, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবার রাতে লিগ ওয়ানের ম্যাচে স্টেড পিয়েরে মাউরয়ে লিলের মুখোমুখি হয়েছিল পিএসজি। কিন্তু এই ম্যাচে ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা নির্ধারিত সময় শেষ মিনিট পর্যন্ত এক গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত ড্র করেছে।তবে এদিন ঘরের মাঠে দাপটটা দেখিয়েছে লিলই। তবে প্রথম হাফ ছিল গোলশূন্য।

দ্বিতীয় হাফে আক্রমনে ফিরে আসে লিল। তবে ম্যাচের প্রথম গোলটা করে পিএসজি। ম্যাচের ৬৬তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। এই এক গোলের লিড নিয়েই ম্যাচের ৯৩ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে ছিল পিএসজি। বদলি কানাডিয়ান স্ট্রাইকার জোনাথন ডেভিড ৯৪তম মিনিটে গোল করে সমতায় ফেরান। আর এই ড্রয়ের ফলে আট ম্যাচ পর লিগে পয়েন্ট হারাল ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। পয়েন্ট হারালেও লিগ টেবিলে পিএসজির অবস্থান প্রথম স্থানেই রয়েছে। ১৬ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষেই আছে তারা। সমান ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের চারে লিল।

লা লিগা : ভিয়ারিয়ালকে উড়িয়ে শীর্ষে পৌঁছে গেল রিয়াল মাদ্রিদ

সান্তিয়াগো, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ভিয়ারিয়ালকে অনায়াসে উড়িয়ে দিয়ে লা লিগার পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে ফিরল কার্লো আনচেলত্তির দল। সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে রবিবার রাতে রিয়ালের জয় ৪-১ গোলে। গত সপ্তাহে রিয়াল বেতিসের মাঠে পয়েন্ট হারানোর পর আবার লিগে জয়ের পথে ফিরল প্রতিযোগিতার রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা।

জুড বেলিংহ্যাম দলকে এগিয়ে দেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ায় রদ্রিগো। দ্বিতীয়ার্ধে স্বাগতিকদের পরের গোল দুটি করেন ব্রাহিম দিয়াস ও লুকা মদ্রিচ। সফরকারীদের গোলটি করেন হোসে লুইস মোরালেস। ১৭ ম্যাচে ১৩ জয় ও ৩ ড্রয়ে রিয়ালের পয়েন্ট

বোধজংয়ের উদ্যোগে ত্রিপুরা আন্তঃস্কুল এলামনি স্পোর্টস ফেস্ট-এর আয়োজন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। নিখিল ত্রিপুরা আন্ত: স্কুল এলামনি স্পোর্টস ফেস্ট এর আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী বছর জানুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় এই ফেস্ট এর উদ্যোক্তা বোধজং স্কুল এলামনি। জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিতব্য রাজ্য স্কুল এলামনি স্পোর্টস ফেস্টে ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, অ্যাথলেটিক্স, টাগ অফ ওয়ার, লুডো, অকশন ব্রীজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুকদের যথাসময়ে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বিশেষ করে সৌমিত্র বণিক, অরূপ রায়, ভাস্কর সাহা, প্রসেনজিৎ সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করে নাম নথিভুক্ত করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 03/01/2024 for the following work:

S No	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY & BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Major Repairing of School Building for Elementary level at MOKAI C.P. SIR. B. SCHOOL of Kumarghat RD Block of Unakoti District under Samagra Shiksha for the year 2023-24. DNIT NO:49/EE/Engg.Cell/Samagra/23-24 PNIT NO:83/EE/Engg.Cell/Samagra/23-24	Rs. 2,49,960.00	Rs. 4,999.00	3(Three) months	Upto 3PM 03/01/2024	At 04/01/2024 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Major Repairing of 3 nos. School Building for Secondary level at 3 nos. School of Kailashahar MC, Pocharthal and Chowlipur Block of Unakoti District under Samagra Shiksha for the year 2023-24 DNIT NO:50/EE/Engg.Cell/Samagra/23-24 PNIT NO:84/EE/Engg.Cell/Samagra/23-24	Rs. 7,46,880.00	Rs. 14,938.00	4(Four) months	Up to 3PM 03/01/2024	At 04/01/2024 Hrs on 11am.		
3	Major Repairing of 4 nos. Elementary level School Building under Salema, Raisyabari, Dumbanagar and Gangnagar block of Dhalai District under Samagra Shiksha for the year 2023-24. DNIT NO:51/EE/Engg.Cell/Samagra/23-24 PNIT NO:85/EE/Engg.Cell/Samagra/23-24	Rs. 10,00,000.00	Rs. 20,000.00	4(Four) months	Up to 3PM 03/01/2024	At 04/01/2024 Hrs on 11am.		
4	Major Repairing of 1 no. Hr. Secondary level School Building at Nalchara (Mairang Twisa) High School under Ambassa block of Dhalai District under Samagra Shiksha for the year 2023-24. DNIT NO:52/EE/Engg.Cell/Samagra/23-24 PNIT NO:86/EE/Engg.Cell/Samagra/23-24	Rs. 2,50,000.00	Rs. 5,000.00	3(Three) months	Up to 3PM 03/01/2024	At 04/01/2024 Hrs on 11am.		

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

ICA/C-3657/23

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 16/EE/SNM/PWD/2023-24, Dt : 11/12/2023.

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'item' rate offline manual tender' up to 3.00 P.M. on 27/12/2023 for hiring of vehicle for the following works:

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIT No. 66/EE/SNM/PWD/2023-24.	Rs.3,69,840.00	Rs.7,397.00	365 Days
2	DNIT No. 67/EE/SNM/PWD/2023-24.	Rs.3,69,840.00	Rs.7,397.00	365 Days

Last Date & Time for tender dropping — : 27-12-2023 upto 3.00 PM.
Date & Time for opening of Tender Box : 28-12-2023 at 3.30 PM,
Bid Fee & EMD from the Indian National Bank as a D-Call/ Demand Draft.
Class of Bidder : Appropriate Class.

Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

ICA/C-3652/23

PNIeT NO- 50/EE/PWD(DWS)/AMB/2023-24

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura single bid percentate rate e-tender. The details are below :

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T-_50/CE/PWD(DWS)/2023-24	Rs. 18446253.00	04-01-2024

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. For contact 03826-267230/9436355955

For on behalf of the Governor of Tripura

Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA/C-3646/23

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 22/EE/AGRU/N/2023-24

Sl No	e-DNIT No	Estimated Cost (In Rs)	Earnest Money (In Rs)
1	36/EE/AGRI/N/2023-24	5,40,527.00	10,811.00
2	37/EE/AGRI/N/2023-24	7,27,235.00	14,545.00
3	38/EE/AGRI/N/2023-24	6,09,749.00	12,195.00
4	39/EE/AGRI/N/2023-24	6,53,138.00	13,063.00
5	59/EE/AGRI/N/2023-24	7,51,039.00	15,021.00

Last date and time for documents downloading and bidding up to 15.00 Hrs on26/12/2023 and time and date of opening of bid at 15.30 Hrs on 26/12/2023 (if possible). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Notes: For more lease kindly visit: tripuratenders.gov.in

For on behalf of the Governor of Tripura

Executive Engineer
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura

ICA/C-3642/23

NOTICE INVITING TENDER

The Director, Directorate of Secondary Education, Agartala invites e-Tender from bonafide & resourceful from the reputed, bonafide, resourceful, registered dealers/suppliers or authorized Distributors having minimum 2(TWO) years experience in supply for i-pad through e-Procurement/Open tender.
Period of completion: - 15(Ten) days from the date of rate acceptance.
The other details related e-Tender can be seen and obtained from the website https://tripuratenders.gov.in/nicgep/app
Corrigendum /Addendum, if any, will be published only on the above website.

Sl. No	Item	Quantity (nos.)	Tender Value (approx)	EMD Value	Period of downloading Documents	Last date of submission of bid .
1	Supply of i-pad Wi-fi+ cellular (64 GB)	112 (may be increase or decrease)	52,00,000/-	1,25,300/- (online)	16/12/2023	06/01/2024

(N.C. SHARMA)
Director,
Secondary Education
Govt. of Tripura.

ICA/C-3635/23

NIT NO: e-PT- 1DAD/ 2023-24 Dt. 16/12/2023

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 01/01/2024 for 5(Five) nos Civil works and 4{Four) Nos Electrical works. For details, visit website https:// tripuratenders.gov.in and contact at 03812325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

ICA/C-3650/23

Agartala Municipal Corporation
Electrical DIVISION,
AGARTALA,
WEST TRIPURA PRESS

NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation, West Tripura invites on behalf of the Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation" percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders /Firms /Agencies having experienced in similar nature of works/ appropriate class of Internal Electrical Enlistment registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/ Railway/ Other State PWD up to 3.00P.M.on 30-12-2023 for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding
1	DNIe-T-EE(Elect)/ AMC/32/2023-24	Rs. 11,88,387.00	Rs. 23,768.00	15(Fifteen) days	Date: 30/12/2023 Time : 15:00 Hrs.

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC

Sd/-
(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

Agartala Municipal Corporation
Electrical DIVISION,
AGARTALA,
WEST TRIPURA PRESS

NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation, West Tripura Invites on behalf of the Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation" percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies having experienced in similar nature of works/ appropriate class of Internal Electrical Enlistment registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/ Railway Other State PWD up to 3.00P.M.cn 22-12-2023 for the following work:-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding
1	DNIe-T-EE(Elect)/ AMC/32/2023-24	Rs. 2,34,978.00	Rs. 4,70.00	07(Seven) days	Date: 30/12/2023 Time : 15:00 Hrs.
2	DNIe-T-EE(Elect)/ AMC/32/2023-24	Rs. 2,86,868.00	Rs. 5,737.00	07(Seven) days	

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC

Sd/-
(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

ADVERTISEMENT FOR ENGAGEMENT OF YOGA TEACHER

A walk in interview will be held at the chamber of the undersigned on 22.12.2023(friday) from 9.00Am to 1.00 PM for the engagement of one (01) Yoga Teacher on purely contractual basis for the session 2023-24. The eligible candidates fulfilling the following criteria may appear before the interview board along with plain paper application, bio-data and relevent documents(orginal and self attested photocopies).

Eligibility critrria:-
1. Candidates should be permanent resident oif Tripura.
2. Candidates must be 18-40 years age(05 years relaxation for SC/ST/PH candidates)
3. Candidates must have a minimum qualification of H.S(+2)passed and Degree/Diploma certificate in Yoga or experience in Yoga Training.

Terms and conditions:-
1. The engagement will be purely temprorary basis and no work no pay basis .
2. The temprorary engagement cannot be claimed for regulization in service .
3. The engagement may be continued or discontinue at aqny time depending upon the quality of service rendered by candidates.
4. Engagement contribution is also depended on the availability of fund.
5. The authority reserves the right to make any changes in the advertisement if required.
6. The honorarium is Rs.200/-(Two hundred) only per class.Maximum 30nos. Classes are to be allotted in a month.
7. No.TA/DA is admissible for appearing the interview

Venue:PMSHRI Amtali SB School
Date 22/12/2023 Time 9.00am to 1.00pm

Sd/-Dharanjoy Tripura(TIC)
PMSHRI Amtali SB School
Kaptali,Silachari,Karbook Gomati Tripura

ICA/C-1441/23

বিবিএমসি'র নবীনবরণ অনুষ্ঠানে

পড়াশুনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। ছাত্রছাত্রীরাই হচ্ছে আগামীদিনে দেশের ভবিষ্যত। তাদের উপরই এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত বা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠন নির্ভর করছে। তাই প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মূল্যবোধের বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বীরবিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের নবাগত ছাত্রছাত্রীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

এদিন তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন যাদের কাছে জ্ঞান থাকবে পৃথিবী তাদের হাতের মুঠোয় থাকবে। এই জ্ঞান লাভের অন্যতম স্থান হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনেই দীর্ঘদিন পর দেশে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইতিমধ্যেই নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করা হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষিকাদের নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি করে সচেতন করার দায়িত্ব নিতে হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, প্রাচীনকালে বিদেশ থেকে পড়ুয়ারা আমাদের দেশের বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার জন্য আসতেন। শিক্ষার এই ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, পাঠ্যপুস্তক পড়ার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, শরৎচন্দ্রের মতো মহান ব্যক্তিদের জীবনী পাঠ করাও প্রয়োজন। এইসব বিষয়ে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকেই জানার আগ্রহ তৈরি করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের সব সময়ই ভালো চিন্তাভাবনা নিয়ে এগুতে হবে। তবেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠন করা সম্ভব হবে। অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের গন্ডি পার হয়ে মহাবিদ্যালয়ের গন্ডিতে পা রাখার পর নবীন বরণ দিনটির জন্য অপেক্ষা করে। কারণ এই দিনটি তাদের জীবনের জন্য একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকে। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে সবার আগে দেশ। তাই দেশের ঐক্য ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সব সময় সচেষ্ট থাকতে হবে। প্রত্যেকের মধ্যেই দেশপ্রেমের ভাবনা জাগিয়ে তুলতে হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা, বীরবিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ ড় রতন দেব ও কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের সম্পাদক জীবন কৃষ্ণ পাত্র।

গাড়ি ও বাই সাইকেলের সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৮ ডিসেম্বর।। গাড়ি ও বাই সাইকেলের সংঘর্ষে এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছে। আজ সকালে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাসদর ধর্মনগর শহরের পুরাণো মায়া সিনেমাহল চৌহমুনী সংলগ্ন এলাকায় একটি গাড়ি ও বাই সাইকেলের সংঘর্ষ হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, টিআর ২৫৬৮এফ নম্বরের একটি গাড়ি ডিএনভি রোড থেকে সেন্ট্রাল রোডের দিকে যাচ্ছিল। অপরদিক থেকে বাই সাইকেলে করে এক মৎস্য বিক্রেতা কূর্তি রোডের দিকে যাচ্ছিল। তখনই ওই বাই সাইকেলের সাথে গাড়ির সংঘর্ষ হয়।এতে গুরুতর আহত হন বাই সাইকেল আরোহী।

জানা যায়, বাই সাইকেলটি গাড়ির সামনে আসলে গাড়ি চালক ব্রেক চাপার পরিবর্তে এক্সেলেটার চেপে দেয়। আর তাতেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। চালকের নাম সপ্তর্ষী বর্মন।বাড়ি জেলরোড এলাকায়। অপরদিকে বাই সাইকেলে থাকা ওই মৎস্য বিক্রেতার নাম রসিক মাহিষ্যদাস(৫৮)। বাড়ি ভাগ্যপুর ওয়ার্ড নং ৪ এলাকায়। অন্যদিকে, এই ঘটনার খবর পেয়ে সাথে সাথে ঘটনাস্থলে পৌছায় ধর্মনগর দমকল বিভাগের কর্মীরা। সেখানে পৌছে আহত ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে ওই ব্যক্তির চিকিৎসা চলছে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে।

ডেলিভারি বয়ের টাকা ছিনতাইকান্ডে আটক এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। ডেলিভারি বয়ের টাকা ছিনতাইকান্ডে আটক এক যুবক। ইরানি থানার পুলিশ টাকা উদ্ধার করে ডেলিভারির বয়ের হাতে তুলে দিয়েছে।

জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ইরানও থানায় খবর আসে কৈলাসহর ইরানি থানা এলাকায় এক ডেলিভারি বয়ের টাকার ব্যাগ এক যুবক ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। সাথে সাথে তাঁরা ছিনতাই বাজ যুবকের পিছন ধাওয়া করলে কিন্তু ঘন অন্ধকার থাকায় তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি।পর্বতী সময়ে পুলিশ তিনটও টিম অভিযানে নামে। অভিযানে নেমে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ছিনতাই বাজ যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে টাকা উদ্ধার করে। পরবর্তী সময়ে সেই উদ্ধারকৃত টাকা ডেলিভারির বয়ের হাতে টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

পুলিশের যৌথ অভিযানে প্রায় ৬০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেয়েছে অমরপুর থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোমতী জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার, অমরপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায়, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের নেতৃত্বে বীরগঞ্জ থানা ও নতুনবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীর যৌথ অভিযানে নেমে প্রায় ৬০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।

অমরপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায় জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে নতুনবাজার থানাধীন তুলারামপাড়া এলাকায় গাঁজা চাষ করা হয়। ওই খবরের ভিত্তিতে অভিজনে নামে প্রায় ৬০০ গাঁজা গাছ নষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। গোমতী জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার, অমরপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায়, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের নেতৃত্বে বীরগঞ্জ থানা ও নতুনবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনর যৌথ অভিযানে ওই সমস্ত গাঁজা গাছ নষ্ট করা সম্ভব হয়েছে বলে, জানান তিনি।

অন্যদিকে, গত এক সপ্তাহ থেকে সীমান্তরক্ষী বাহিনী, ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার অবৈধভাবে গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক যৌথ অভিযান চালাচ্ছে। আজ এনসিবি, টিএসআর, ত্রিপুরা পুলিশ এবং আবগারি বিভাগের সাথে বিএসএফ অভিযানে নেমে ৩১, ৫০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করে।

বিএসএফ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আজ বিশালগড় থানার অন্তর্গত গাজেরিয়া ও গনিয়ামারা গ্রামের সাধারণ এলাকায় প্রায় ১৫ একক জমিতে গজিয়ে উঠা ৩১, ৫০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করে।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, আজকে আরেকটি অভিযানে কালামচৌড়ার অধীনে গ্রাম দক্ষিণ কালামচৌড়ার সাধারণ এলাকায়১৮ একর জমিতে ৩০, ০০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করে। এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট ৬,০৯,৪০০ গাছপালা ধ্বংস করা হয়েছে।

গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে ব্যাহত হচ্ছে শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হলেও কার্যত এই নির্দেশ কার্যকর হচ্ছে না বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায়। সময়ের কাজ সময়ে করতে না পারার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপন করল নদিয়াপুর শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত।

নেতাদের মুখে প্রায়ই শোনা যায় সময়ের কাজ সময়ের করার পরামর্শ। তবে তা যে মাইক্রোফোন এবং কাগজে-কলম এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ তার বাস্তবায়ন কতটুকু হচ্ছে তা অনুধাবন করা যায় এলাকা পরিদর্শনে। বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন নদিয়াপুর শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটি সদস্য শাসকদলের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল চূড়ান্ত। যার ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে উন্নয়নের কাজ থেকে। সময়ের কাজ সময় করা এই পঞ্চায়েতে দুরহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২০২০ সালে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নং ওয়ার্ডের যাতায়াতের জন্য একটি জোড়া কালভার্ট মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই দুটি কালভার্টের ব্যয় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। এই কালভার্টটি হয়ে গেলে প্রায় ২০০ পরিবার তাদের যাতায়াতের জন্য একটি সঠিক রাস্তা পাওয়ার কথা। সরকারি অনুদান থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র গোষ্ঠী কোন্দলে জর্জরিত শাসক দল ২০২০ থেকে ২০২৩ সাল শেষের পথে এখনো কাজ শেষ হয়নি। ইদানিং শেষ হবে বলে কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। তবে কবে শেষ হবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। কারণ এই পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ড থেকে বিজয়ী হয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধান রানা সিনহা। গ্রামের চূড়ান্ত দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেওয়ায় রানা সিনহাকে বাধ্য করা হয় পঞ্চায়েত প্রধানের পথ থেকে অব্যাহতির জন্য। এখন রানা সিনহা শুধুমাত্র একজন সাধারন পঞ্চায়েত সদস্য।

তার শায়েস্তা করার জন্য পঞ্চায়েতের সদস্যরা উনার নির্বাচিত এলাকা ৪ নং ওয়ার্ডকে বঞ্চনার লিস্টে রেখে কাজ করে চলেছে। এভাবেই নাকি উন্নয়নের জোয়ার চলছে রাজ্যজুড়ে। মুখে নেতারা সব কি সাথ ,সব কি বিকাশ বললেও বাস্তব আর মাইক্রোফোনের কথার মধ্যে চূড়ান্ত ফারাক। নেতা নেতায় গোষ্ঠী কোন্দলে জর্জরিত। আর তার ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। একেই নাকি বলে উন্নয়নের জোয়ার? পঞ্চায়েত এলাকায় এ ধরনের কাজকর্ম ঘিরে এলাকার জনগণের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

মন্দির বাজারে বোমা বাজি

মন্দির বাজার, ১৮ ডিসেম্বর (হি. স.) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মন্দিরবাজারের খেলারামপুরে একটি পারিবারিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুইটি পরিবারের মধ্যে গন্ডগোল বেধে যায়। যার ফলে ছোড়া হয় বোমা। কয়েকটি খড়ের গাদায় ও বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে জানা গেছে। ইউনুস মোল্লা ও কালো সেখের মধ্যে গন্ডগোলের জেরে এই বোমাবাজিও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ অটো চালকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধে বসলো এটা চালকরা। আজ সকালে প্রতিবাদে জম্পুইজলা মহকুমার অন্তর্গত টাকারজলা এলাকায় সড়ক অবরোধে করলেন অটো চালকরা। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে।জনৈক অটোচালক সুজিত দেববর্মার অভিযোগ, দীর্ঘ দিন যাবৎজম্পুইজলা মহকুমার অন্তর্গত টাকারজলা এলাকায় রাস্তা খুবই বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। রাস্তার বেহাল দশার কারণে মুমূর্ষ রোগীরা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়লেও অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে যাওয়ার মত কোন ব্যবস্থা নেই। ছাত্রছাত্রীরা সামান্য বৃষ্টিতেই চলাফেরা বন্ধ করে পড়াশোনা স্তব্ধ করে বাড়িতে বসে থাকতে হয়। রাস্তার ভগ্ন দশার কারণে যানবাহন চলাচলে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছেন চালকদের।

অবশেষে আজ সকালে পথ অবরোধে বসেন তারা।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে প্রসাশনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা।তারা অবরোধকারীদের সাথে কর্থাবাতা বলেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করা হবে।ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তারা।

শিক্ষক স্বল্পতার প্রতিবাদে বিদ্যালয়ের গেইটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ বিদ্যালয়ে প্রাতঃবিভাগের শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছে। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন লাটে উঠেছে। এই অভিযোগ তুলে আজ সকালে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে বিদ্যালয়ের গেইটে তালা ঝুলালেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা।

ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ বিদ্যালয়ে প্রাতঃবিভাগের প্রতিদিন দুইটি বিষয়ে পড়াশুনা করানো হচ্ছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ৮ জন। তার উপর দুইজন শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে। ফলে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন লাঠে উঠেছে। এছাড়াও, বিদ্যালয়টি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জতি বলে অভিযোগ। আজ শিক্ষক স্বল্পতার প্রতিবাদে দ্রুততার সহিত নিয়োগের দাবিতে বিদ্যালয়ের গেইটে তালা ঝুলালেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। খবর পেয়ে ঘটনাসলে ছুটে গিয়েছেন প্রসাশনের উচ্চ পদস আধিকারিকরা সহ শিক্ষকরা।

বিদ্যালয়ে জনৈক শিক্ষক জানিয়েছেন, বিদ্যালয়ে দুইজন শিক্ষক প্রধানশিক্ষক হয়ে অন্য বিদ্যালয়ে বদলি হয়েছে। এবিষয়ে আজকে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের সম্ভাব্য জোট নিয়ে মন্তব্য মমতার

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর (হি.স.): ভোট ময়দানে আইএনডিআই জোটের নীল নকশা কীরকম হবে, তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। বিশেষ করে চর্চা হচ্ছে একের বিরুদ্ধে একের লড়াই নিয়ে। সব জায়গায় কি তা সম্ভব হবে? প্রাদেশিক সমীকরণ কোথায় কেমন অবস্থায় রয়েছে? এ সব নিয়ে প্রতিনিয়ত চর্চা হচ্ছে জাতীয় রাজনীতিতে। নজর রয়েছে বাংলার দিকেও।আইএনডিআই জোটের সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল বাংলায় কীভাবে লড়বে? তা নিয়েও চর্চা চলছে। এসবের মধ্যেই সোমবার দিল্লি থেকে বাংলার আসন সমঝোতা নিয়ে বার্তা দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সোমবার বিকেলে রাজধানীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের অবস্থান বুঝিয়ে দিলেন। বাংলায় কি কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের পথে হাঁটবে তৃণমূল? সাংবাদিকের প্রশ্ন মমতার স্পষ্ট জবাব, 'কাউকে না কাউকে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে হবে। আমার কোনও সমস্যা নেই, যদি তাদের (কংগ্রেসের) দিক থেকে ন্যায্য কিছু বলা হয়। বাংলায় এখন তাদের মাত্র দু'টি আসন রয়েছে। আলোচনার জন্য আমার দিক থেকে দরজা খোলা রয়েছে।"কিন্তু তৃণমূলের সঙ্গে আসতে হলে কি বাংলায় কংগ্রেসকে বামেদের হাত ছাড়তে হবে? এমন কোনও শর্ত কি দেওয়া হবে? যদিও এই বিষয়টি পুরোপুরি কংগ্রেস শিবিরের উপরেই ছেড়ে দিলেন তৃণমূলনেত্রী। বললেন, "এটা তাদের সিদ্ধান্ত। অন্য রাজনৈতিক দলের বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করতে পারি না।"কেবল কংগ্রেসের সঙ্গে নয়, প্রশ্নের উত্তরে মমতা বলেন, "বাংলায় সিপিএম, কংগ্রেস ও তৃণমূল মিলে ত্রিশক্তির জোট অবশ্যই সম্ভব।" লোকসভা নির্বাচনের আগে তাঁর এই বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।কেন্দ্রীয় স্তরে বিজেপির বিরুদ্ধে এক সুরে সুর মেলালেও বঙ্গে সেই লক্ষণ বিন্দুমাত্র দেখা যায়নি। রাজ্যের সরকারে আসীন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদগার করাটা রোজনামচা সিপিএম এবং কংগ্রেসের কাছে। রাজ্যে "তৃণমূল" এবং "বিজেপি" তাঁদের কাছে সমান "শত্রু" বলে একাধিকবার বলতে শোনা গিয়েছে রাজ্য সিপিএম নেতৃত্বকে। আগামী দিনেও বামেরা এই পথে হাঁটবে বলেও মন্তব্য করেছেন সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্ব। তাও এদিন এ নিয়ে সংযত মন্তব্য করেছেন তৃণমূলনেত্রী।এদিকে বিরোধীদের আইএনডিআই জোটকে খোঁচা দিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও। তাঁর বক্তব্য, "আমরা এখন এটাই দেখতে চাইছি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনয়ন জমা দিতে যাবেন, তাঁর সঙ্গে বিমান বসু, সুজন চক্রবর্তী যাবেন। এই দৃশ্য দেখার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। এটা একটা ঐতিহাসিক দৃশ্য হবে।"

সিএনজি স্টেশনে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে সিএনজি স্টেশনে অটো ও অন্যান্য সিএনজি পরিচালিত যানবাহনে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়ায় দুর্ভোগ ধারণ করেছে।বেশিদিন ধরে কার্যত বন্ধ হয়ে রয়েছে সিএনজি স্টেশন। ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন গ্যাসচালিত যানবাহনের মালিক ও চালকরা। দেখা দিয়েছে তীব্র ক্ষোভ।সমস্যা নিরসনে ত্রিপুরা প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের তরফে তৎপরতা চলছে বলে খবর।

জানা গিয়েছে,পরবর্তী দিন দুয়েকের মধ্যে সংকট পুরোপুরি মোচন হয়ে যাবে। আপাতত সংকট মোচনে শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এসে গেছে।কাজ চলছে বিকল হওয়া যন্ত্র সারাইয়ের।এর জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।প্রাপ্ত খবর অনুসারে রাজ্যের রাজধানী শহর আগরতলার মধ্যাংশের কৃষ্ণনগর-কদমতলিস্থিত সিএনজি স্টেশনটি আংশিক বন্ধ হয়ে রয়েছে অন্তত পনেরোদিন ধরে।স্টেশনের গ্যাস সরবরাহকারী দুটি কম্প্রেসার যন্ত্রের একটি পুরোপুরি বিকল হয়ে আছে। এর ক্রেনসাট নামের যন্ত্রাংশ ভেঙে গেছে।

ফলে এই কম্প্রেসার যন্ত্রটি অকেজো হয়ে রয়েছে।এই পরিস্থিতিতে বাকি একটি কম্প্রেসার দিয়ে গ্যাস সরবরাহের কাজ চলছে কোনওরকমে।তাতে যানবাহনের চালক ও মালিকদের টানা দুর্ভোগ সয়ে আসতে হচ্ছে।এর মধ্যে রবিবার বিকালে অপর কম্প্রেসার যন্ত্রটিও অকেজো হয়ে যায়।জানা গেছে,এর বৈদ্যুতিক সংযোগে গোলযোগ দেখা দেয়।এ কারণে এর মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হয়েছে এই সিএনজি স্টেশনটি।রবিবার বিকাল থেকে যানবাহনে পাইপলাইন গ্যাস সরবরাহকারী সিএনজি স্টেশনটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংশ্লিষ্ট মহলে দুর্ভোগ আরও বেড়েছে।জানা গেছে, রাজ্যের রাজধানী শহর আগরতলা সহ অন্যান্য অংশের পাইপলাইন গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে থাকা ত্রিপুরা প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড তথা টিএনজিসিএলে এ নিয়ে দৌড়ঝাপ চলছে।

প্রথমে অকেজো হওয়া গ্যাস সরবরাহকারী কম্প্রেসার যন্ত্র সারাইয়ের লক্ষ্যে বহিঃরাজ্য থেকে এর বিকল যন্ত্রাংশ ক্রেনসাফ্ট সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে রাজ্যে এসে গেছে।এগুলি যথাস্থানে যথাযথভাবে জুড়ে দেওয়ার কাজ চলছে বেশ কিছুদিন ধরে।এই কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে।এমতাবস্থায় স্টেশনের অপর গ্যাস সরবরাহকারী কম্প্রেসার যন্ত্র বিকল হওয়ায় নয়া সংকট দেখা দেয়।এর বৈদ্যুতিক সংযোগ দূর করার কাজও শুরু হয়েছে। কোম্পানি সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে,এই কাজ শেষ হতে রবিবার রাত গড়িয়ে যাবে।সোমবার সকালে এর বৈদ্যুতিক সংযোগজনিত ত্রুটি সারাই করে ফের গ্যাস সরবরাহের জন্য উপযুক্ত করে তোলা যাবে বলে সূত্রের আশা।

সেক্ষেত্রে গত প্রায় পক্ষকালের মতো স্টেশনটি ফের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করবে সোমবার সকাল থেকে।একটি গ্যাস সরবরাহকারী কম্প্রেসার যন্ত্র দিয়ে বিভিন্ন যানবাহনে কোনও রকমে গ্যাস সরবরাহ শুরু করা যাবে সোমবার থেকে।তবে অপর যন্ত্রটি সারাই করতে সোমবার গড়িয়ে যাবে নিশ্চিতভাবে। নতুন করে বিপত্তি দেখা না দিলে মঙ্গলবার পরীক্ষামূলকভাবে চালানো যাবে যন্ত্রটি।সেক্ষেত্রে বুধবারের আগে উল্লেখিত সিএনজি স্টেশনটি ফের পুরোদমে চালু হয়ে যাবে। একই সঙ্গে দুর্ভোগে বেড়েছে যানবাহনের মালিক ও চালকদের। অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন সিএনজি চালিত অটো ও অন্যান্য যানবাহনের শালকরা।

প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন : সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ ডিসেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের প্রান্তিক জনপদের মানুষের কাছে জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিতে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। আজ কুমারঘাট ব্লকের কাঞ্চনবাড়ির ধনসিং চৌধুরী মতি ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার উদ্বোধন করে প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্যা সুনীতি দত্ত, কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শেলি ভট্টাচার্য, কুমারঘাট ব্লকের বিডিও ডা. সুদীপ ভৌমিক, ডিসিএম গোবিন্দ সরকার প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিপ্লব সিং চৌধুরী। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির তথ্য সম্বলিত ভ্রাম্যমান প্রচার গাড়িটিকে স্বাগত জানান প্রাণীসম্পদ বিকাশমী সুধাংশু দাস সহ অন্যান্য অতিথিগণ। ভ্রাম্যমান প্রচার গাড়িটির এলইডি নিকেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মসূচির তথ্যচিত্র দেখানো হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিডিও ডা. সুদীপ ভৌমিক। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়ে এক শিবিরের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সার্বিক বিকাশে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। জনকল্যাণে রূপায়িত হচ্ছে প্রধানমী উজ্জলা যোজনা, স্বচ্ছ ভারত মিশন, প্রধানমী আবাস যোজনা, পিএম কিষাণ, জল জীবন মিশন, সৌভাগ্য যোজনা, আয়ুমান ভারতের মতো প্রকল্প। এ সমস্ত প্রকল্পে রাজ্যের জনগণ উপকৃত হচ্ছেন। রাজ্যের প্রান্তিক জনপদের অন্তিম ব্যক্তির কাছে এ সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। শিবিরে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান, স্বাস্থ্য, মহকুমা প্রশাসন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, শ্রম, বিদ্যৎনিগম ও ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার সুবিধা জনসাধারণকে প্রদান করা হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।